NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ আইএনএস ভাগশিরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

প্রথম ম্যাচ হারের পরও আত্মবিশ্বাসী মহারাজ ৭

কলকাতা ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ১৩ পৌষ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১৯৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.12.2025, Vol.19, Issue No. 195, 8 Pages, Price 3.00

হাদির ঘাতক ভারতে? নস্যাৎ ঢাকা পুলিশের দাবি

বাংলাদেশ, ২৮ ডিসেম্বর: ওসমান হাদিকে খুনের মূল সন্দেহভাজন ফয়সাল করিম ওরফে দাউদ খানের দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তারের দাবি ওড়াল মেঘালয় পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুধু তা-ই নয়, ফয়সাল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছে, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে মেঘালয় পুলিশ।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদিকে খুনের মূল সন্দেহভাজন ফয়সাল করিম ওরফে দাউদ খানের দুই সহযোগীকে গ্রেফতারের দাবি ওড়াল মেঘালয় পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুধু তা-ই নয়, ফয়সাল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছে, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে মেঘালয় পুলিশ।

হাদির খুনের তদন্তের গতিপ্রকৃতি কেমন? রবিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এনএন মহম্মদ নজরুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য দেন। বিভিন্ন বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে দাবি করে, হাদিকে খুনের মূল ষড়যন্ত্রকারী ফয়সাল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে মেঘালয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। আর ভারতে তাঁদের সাহায্য করেছেন পূর্তি এবং সামি!

নজরুল জানিয়েছেন, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে মেঘালয়ে পালান ফয়সাল এবং আলমগীর শেখ।

বাংলাদেশ পুলিশের সেই দাবি নস্যাৎ করল মেঘালয় পুলিশ। একই সঙ্গে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরকে 'অসত্য' বলে দাবি করা হয়েছে। মেঘালয় পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্তা বলেন, 'বাংলাদেশ পুলিশের থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগাযোগ করা হয়নি। প্রতিবেদনে উল্লেখিত কোনও অভিযুক্তকে গারো পাহাড়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোনও গ্রেফতারও হয়নি।'

নজরুল ইসলামের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম ডেইলি স্টার বলেছিল, "আমাদের কাছে যা খবর, তা থেকে জানা গিয়েছে যে, হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে সন্দেহভাজনেরা মেঘালয়ে পালিয়েছেন। সীমান্ত পেরোনোর পর প্রাথমিক ভাবে ওই সন্দেহভাজনেরা পূর্তি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন। তার পর সামি নামে এক ট্যাক্সিচালক সন্দেহভাজনদের তুরা শহরে পৌঁছে দেন।" তবে এই দাবির কোনও সত্যতা নেই বলে জানিয়ে মেঘালয় পুলিশ। তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তার কথায়, "পূর্তি বা সামিকে মেঘালয়ের কোথাও শনাক্ত বা গ্রেফতার করা হয়নি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের থেকে যাচাই না-করেই বিষয়টি নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।"

আজ দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার মুকুটে যুক্ত হতে চলেছে আর একটি পালক। বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গাপুজোর মাহাত্ম্য দেশ বিদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতে স্থায়ী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার পথে বড় পদক্ষেপ। সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলান্যাস ও ভিতপুজোর পরই শুরু হয়ে যাবে দুর্গা অঙ্গন নির্মাণের কাজ।

তিন বছর আগে কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড ইনট্যানজিবল হেরিটেজ' তকমা পাওয়ার পরই রাজ্য সরকারের তরফে দুর্গাপুজোর ঐতিহ্যকে বছরভর তুলে ধরার একটি স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির ভাবনা সামনে আসে। চলতি বছরের ২১ জুলাই শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে ধর্মতলায় দাঁড়িয়েই নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গন গড়ে তোলার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর একাধিক প্রশাসনিক বৈঠকে সেই প্রকল্পের রূপরেখা চূড়ান্ত হয়। গত ২ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ডিসেম্বরের মধ্যেই ভিতপুজো হবে। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও জানান, ডিসেম্বরে ভিতপুজো নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউটাউনে হিডকো-র তত্ত্বাবধানে

তৈরি হবে দুর্গাঙ্গন। নিউটাউনের ইকো পার্কের উলটো দিকে প্রায় ১৫ একর জমির উপর এই প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ২৬১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বও থাকছে হিডকোর হাতেই। উল্লেখযোগ্য ভাবে, দিঘার জগন্নাথ ধাম নির্মাণের কাজও এই সংস্থাই করেছে।

সূত্রের খবর, দুর্গা অঙ্গন নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই জমি প্রস্তুতির প্রাথমিক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। গত আগস্ট মাসে হিডকোর তরফে দুর্গা অঙ্গনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। শর্ত অনুযায়ী, কাজ শুরু হওয়ার পর দুই বছরের মধ্যে নির্মাণ শেষ করতে হবে। সেই হিসাবে সব কিছু ঠিকঠাক চললে ২০২৭ সালের মধ্যেই নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে প্রশাসনের অনুমান।

প্রকল্প পরিচালনা ও ভবিষ্যতে দুর্গা অঙ্গন পরিচালনার জন্য একটি পৃথক ট্রাস্ট গঠনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য, দুর্গা অঙ্গনকে শুধু একটি ধর্মীয় স্থাপত্য নয়, বরং দুর্গাপুজোর শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সারা বছর ধরে তুলে ধরার এক বিশেষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। পুজোর ইতিহাস, প্রতিমা শিল্প, থিম ভাবনা এবং বাংলার লোকসংস্কৃতির নানা দিক সেখানে প্রদর্শিত হবে বলেই প্রশাসনিক সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, চলতি বছর দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর কয়েক মাসের মধ্যেই সেখানে পর্যটনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং রাজ্যের আয়ও বেড়েছে। উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির নির্মাণের কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরেই দুর্গা অঙ্গনের কাজ এগোনোয় রাজ্যের পর্যটন ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

'চাপ নিতে পারছি না', ক্লাসরুমে বিএলওর ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার আত্মঘাতী এক বুথস্তরের আধিকারিক (বিএলও)। বাঁকুড়ার রানিবাঁধের ঘটনা বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত কাজের চাপের কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি সুইসাইড নোটে! স্কুলের ক্লাসরুম থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত বিএলও-র নাম হারাধন মণ্ডল। বাঁকুড়ার রাজাকাটা মাঝেরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। রানিবাঁধের ২০৬ নম্বর বুথের রাজাকাটা এলাকায় বিএলওর দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। ওই বুথের কিছু ভোটারের শুনানিতে ডাক পড়ে। সেই ভোটারদের নথিপত্র জোগাড়ের নাম করে রবিবার বেলা দশটা নাগাদ নিজের বাড়ি থেকে বের হন ওই বিএলও। পরে পরিবারের লোকজন তাঁর খোঁজ করতে করতে স্কুলে হাজির হলে দেখেন স্কুলের একটি ক্লাসরুমের সিলিং ফ্যানে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর দেহ ঝুলছে। তাঁর দেহের পাশে একটি সুইসাইড নোট পড়েছিল।

সুইসাইড নোটে এসআইআর সংক্রান্ত কাজের চাপকে দায়ী করে গিয়েছেন ওই বিএলও। লিখেছেন, 'আমি আর চাপ নিতে পারছি না। বিদায়।' তার পরের লাইনে হারাধন লেখেন, 'এই বিএলও কাজের জন্য আমিই দায়ী। এর সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই। ভুল আমার।' তার পরে নিজের পুত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন ওই বিএলও। নোটে তিনি দাবি করেছেন, তাঁর পুত্রকে তিনি কোনও কাজ করতে দেননি। সব কাজ নিজেই করেছেন। হারাধন আরও লেখেন, 'আমি কাউকেই বিশ্বাস করি নাই। সব ঠিক করেও ভুল করলাম। ক্ষমা কর আমাকে।'

এনুমারেশন ফর্ম বিলি, সংগ্রহের কাজ শেষ। এখন শুরু হয়েছে এসআইআরের দ্বিতীয় পর্বের কাজ। শুনানিপর্ব চলছে রাজ্য জুড়ে। 'নো ম্যাপিং' ভোটারদের নোটিস পাঠিয়ে ডেকে পাঠানো, তার পরে তথ্য যাচাই করছে কমিশন। রবিবার শুনানির দ্বিতীয় দিন। সে দিন সকালে আত্মঘাতী হন হারাধন। মৃতের পরিবারের দাবি হারাধন, এসআইআরের কাজের চাপ নিতে না পেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তার জেরেই এমন ঘটনা। মৃত বিএলওর ছেলে সোহম মণ্ডল বলেন, 'বাবার শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ছিল। তা সত্ত্বেও রাত ৩টে-৪টে পর্যন্ত এসআইআরের কাজ করতেন। তার পরেও বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপ ছিল। বাবা এই মানসিক চাপ নিতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন।'

'মাঠ ছাড়বেন না', বার্তা বিএলএদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর শুনানিকে ঘিরে দলীয় সংগঠনকে আরও আঁটোসাঁটো করতে রবিবার ভার্চুয়াল বৈঠকে বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ ও বিএলএ-২) উদ্দেশে সরাসরি বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে রাজ্যজুড়ে যুক্ত ছিলেন লক্ষাধিক কর্মী-কর্তা। বৈঠকে ছিল টানটান রাজনৈতিক তাপমাত্রা, স্পষ্ট নির্দেশ আর লড়াইয়ের ভাষা।

বৈঠকের শুরুতেই অভিষেক মাঠকর্মীদের ভূমিকাকে সামনে এনে বলেন, 'শুনানির সামনে থাকুন, ক্যাম্প করুন, ভোটারের পাশে দাঁড়ান, এক ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না।' তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হলে লিখিত নির্দেশিকা চেয়ে নিতে হবে। তাঁর কথায়, 'কেউ ভয় দেখালে ভয় পাবেন না, লিখিত অর্ডার চাইবেন। নিয়ম মানুন, মাথা নত নয়।' বিএলএদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারাই সংগঠনের মেরুদণ্ড। নাগরিকদের নাম কাটার চেষ্টা হলে প্রথম প্রতিরোধ আপনারাই।'

এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে আসলে পরিষ্কার বার্তাই উঠে এসেছে, শুনানির দিনগুলো শুধু প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, রাজনৈতিক উপস্থিতিরও পরীক্ষা। অভিষেক কার্যত যুদ্ধঘোষণার সুরেই বলেন, 'যেখানেই অন্যায় হবে, সেখানেই প্রতিবাদ হবে, গণতন্ত্রে ভয় নামের

জায়গা নেই।' বৈঠকে এসআইআর ঘিরে ক্যাম্প তৈরির পরামর্শও দেন তিনি। নির্দেশ, শুনানিতে আসা সাধারণ মানুষ যাতে সাহায্য পান, সে ব্যবস্থা করতে হবে সংগঠনকেই। পাশাপাশি, নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরদার করতে বুথভিত্তিক যোগাযোগ বাড়ানোরও ডাক দেন অভিষেক।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠক ছিল কেবল কর্মীসভা নয়, আসন্ন লড়াইয়ের রূপরেখা। সংগঠনকে চাঙ্গা করা, বিরোধীদের দিকে কড়া বার্তা এবং নির্বাচনমুখী প্রস্তুতির স্পষ্ট রূপরেখা, এই তিন অক্ষে ঘুরেছে পুরো বৈঠক। শেষে অভিষেক আবারও স্মরণ করিয়ে দেন, 'বুথে থাকুন, মানুষের পাশে থাকুন।'

ছেলের গ্রেপ্তারিতে রণহুঙ্কার হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের শক্তিপুরে উত্তেজনার পারদ চড়ালেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এক পুলিশকর্মীর সঙ্গে মারমুখী ব্যবহার ও হাত তোলার অভিযোগে রবিবার তাঁর ছেলে গোলাম নবি আজাদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগের পরই থানা অভিযানে নামলে এলাকা জুড়ে শুরু হয় তীব্র চাঞ্চল্য।

আজাদের গ্রেপ্তারের পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে হুমায়ুন কবীরের হুঙ্কার, 'আমার বাড়িতে ঢুকে দাপট দেখালে বহরমপুর থেমে যাবে। এসপির অফিস ঘিরে ধরব, পারলে আমাকে আটকাক।' অভিযোগ, বিধায়কের ব্যক্তিরক্ষীর দায়িত্বে থাকা পিএসও জুম্মা খানের সঙ্গে গোলাম নবি আজাদের বাগ্‌বিতণ্ডা চরমে পৌঁছে হাতাহাতিতে গড়ায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই রবিবার দুপুরে পুলিশ বাড়ি ঘিরে তল্লাশি চালায় এবং আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় আজাদকে। পরে রাতের দিকে অবশ্য তিনি জামিনে মুক্তি পান।

হুমায়ুন কবীর অবশ্য ঘটনাচক্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর দাবি, 'যে নিরাপত্তাকর্মী আমার নামে মোটা দাগের অভব্যতা করেছে, সেই ঘরে ঢুকে হামলার চেষ্টা করেছিল। আমার ছেলে শুধু তাকে ঠেলে বার করেছে।' সদ্য তৃণমূল

থেকে বরখাস্ত হয়ে নতুন দল জনতা উন্নয়ন পার্টির ঘোষণার পরই এই গ্রেপ্তারি। রাজনৈতিক মহলে তা নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত বলেই মনে করা হচ্ছে। হুমায়ুনের আরও হুমকি,'সিসিটিভির ফুটেজ জোগাড় করেছি। সেদিন দেখালে সব পরিষ্কার হবে, কে দোষী, কে নয়। মুর্শিদাবাদকে শেখাব, আমাদের সঙ্গে খেলা সহজ নয়।'

একদিকে পুলিশ কর্তব্যরত কর্মীর ওপর আঘাতের অভিযোগ, অন্যদিকে বিধায়কের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ, এই দ্বিমুখী পরিস্থিতিতে জেলায় টানটান উত্তেজনা। প্রশাসন পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে, আর রাজনৈতিক অঙ্গন ইতিমধ্যেই তার বিদ্যুতে ঝলসে

বঙ্গে শাহ!

■ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের পর মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে আবার দিল্লির শীর্ষস্তরের পদক্ষেপ। নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই বাংলায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতির এই সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, 'মিশন ২৬'-এর রণকৌশল বাংলার মাটিতেই পাকাপাকি হবে। সূত্রের খবর, ২৯ ডিসেম্বর কলকাতায় নামবেন শাহ। তিন দিনের টানা কর্মসূচি সেরে ৩১ ডিসেম্বর রাতে ফেরার কথা দিল্লিতে। একই সময়ে রাজ্য জুড়ে চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন, সেই প্রেক্ষিতেই তাঁর হঠাৎ সফরকে শাসক,বিরোধী দুই শিবিরই দেখছে ভারী অর্থবহ পদক্ষেপ হিসেবে।

জামিন সেই অধরা

৯ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলে শতদ্রু

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিয়োনেল মেসি ইভেন্টের কেন্দ্রীয় আয়োজক শতদ্রু দত্তের জামিনপ্রার্থনা বিধাননগর আদালত রবিবার সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। রবিবারের শুনানিতে বিচারক তাকে ৯ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠানোর আদেশ জারি করেন, যাতে তদন্তে বাধা না-পড়ে। সরকারি আইনজীবীর তর্কে জোর দেওয়া হয় শতদ্রুর প্রভাবশালী পরিচয়ের ওপর।

তিনি দাবি করেন, এমন ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর হলে পলায়নের ঝুঁকি তৈরি হবে। ইভেন্ট থেকে আনুমানিক ২৩ কোটি টাকা আয়ের পাশাপাশি সরকারি সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির দিকটিও আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শতদ্রুর আইনজীবী দল যুক্তি দেন যে অনুষ্ঠানটি পুরোপুরি পেশাদারী ভাবে চালানো হয়েছিল এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। কিন্তু আদালত এসব যুক্তিকে একেবারে উড়িয়ে দেন, অপরাধের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে। কোর্ট 'শতদ্রু একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি, যার জামিন দিলে পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে'।

সরকারি আইনজীবী, শুনানিতে। তদন্ত এখনও গোপনে চলছে। ঘটনাস্থল থেকে শুরু করে আদালতের প্রক্রিয়া।

গর্বের মুহূর্ত দিয়েছে ২০২৫, 'মন কি বাত' প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তাঁর চিন্তাভাবনা দেশ বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। এটি তাঁর মন কি বাতের ১২৯তম পর্ব। 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তিনি কচ্ছের রন উৎসবের উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এক উৎসব এখন কচ্ছের রনে চলছে। এবছর ২৩ নভেম্বর শুরু হয়ে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। এখানে কচ্ছের লোকসংস্কৃতি, লোকসংগীত, নৃত্য আর হস্তশিল্পের বৈচিত্র আপনি দেখতে পাবেন। কচ্ছের শুভ্র রনের সৌন্দর্য দেখাটাই এক সুখের অনুভূতি। রাতের বেলা যখন শুভ্র রনে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে সেই দৃশ্য মনমুগ্ধ করে দেওয়ার মত। রন উৎসবের টেন্ট সিটি ভীষণ জনপ্রিয়। গত এক মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং বিদেশ থেকেও দু' লক্ষের বেশি মানুষ এই রন উৎসবে অংশ নিয়েছেন। তিনি আহবান জানান, যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে এই ধরনের উৎসবে অবশ্যই অংশগ্রহণ করার এবং ভারতের বৈচিত্রের আনন্দ উপভোগ করার।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সংগ্রামী পার্বতী গিরিকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আগামী মাসে আমরা দেশের ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন করব। যখনই এরকম অবসর আসে, তখনই আমাদের মন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সংবিধান প্রণেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। আমাদের দেশ স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংঘর্ষ করেছে। স্বাধীনতার আন্দোলনে দেশের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ নিজেদের অবদান রেখেছে। কিন্তু, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে স্বাধীনতার অনেক বীর - বীরাঙ্গনারা সেই সম্মান পাননি, যা তাঁদের পাওয়া উচিত ছিল। এইরকমই একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হলেন - ওড়িশার পার্বতী গিরি। জানুয়ারি ২০২৬ এ তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হবে। তিনি ১৬ বছর বয়সে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে' অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার আন্দোলনের পর পার্বতী গিরিজি নিজের জীবন সমাজসেবা ও জনজাতীয় কল্যাণে সমর্পণ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাও করেন। ওঁর প্রেরণামূলক জীবন প্রত্যেক প্রজন্মকে পথ দেখাবে। আমি পার্বতী গিরিজিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরা যেন নিজেদের ঐতিহ্যকে না ভুলি। আমরা স্বাধীনতা প্রদানকারী বীর এবং বীরাঙ্গনাদের মহান গাথা কে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছাব।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তামিল ভাষার প্রসারের উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ফিজিতে ভারতীয় ভাষা

এবং সংস্কৃতির প্রসারের জন্য এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ওখানে নতুন প্রজন্মকে তামিল ভাষার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি স্তরে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গতমাসে ফিজির রাকি-রাকি অঞ্চলের একটি স্কুলে প্রথম বার তামিল দিবস পালন করা হয়। ওই দিন শিশুরা এমন এক মঞ্চ পায় যেখানে তারা মুক্ত হৃদয়ে নিজের ভাষার প্রতি গৌরব ব্যক্ত করেছিল। শিশুরা তামিল ভাষায় কবিতা শোনায়, ভাষণ দেয় এবং নিজেদের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থাপন করে।

তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরেও তামিল ভাষার প্রসারের জন্য নিরন্তর কাজ হয়ে চলেছে। কিছু দিন আগেই আমার নির্বাচনী কেন্দ্র কাশীতে চতুর্থ 'কাশী তামিল সংগমম' আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে শিশুরা যারা তামিল বলার চেষ্টা করছে তারা কোন জায়গার। তামিল ভাষায় এত সহজে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারা এই বাচ্চারা কাশীর, বারাণসীর। এদের মাতৃভাষা হিন্দি। কিন্তু তামিল ভাষার প্রতি আকর্ষণ এদের তামিল শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই বছর বারাণসীতে 'কাশী তামিল সংগমম' এর সময় তামিল শেখার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়। লার্ন তামিল- 'তামিল করাকলম' এই থিম এর অন্তর্গত বারাণসীতে ৫০-এর ও বেশি স্কুলে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। তামিল ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। তামিল সাহিত্য ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমি 'মন কি বাতে' 'কাশী তামিল সংগমম' এ অংশ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। আমার ভালো লাগছে যে আজ দেশের অন্যান্য প্রান্তেও শিশু এবং যুবাদের মধ্যে তামিল ভাষার প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। এটাই ভাষার শক্তি, এটাই ভারতের একতা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তাঁর চিন্তাভাবনা দেশ বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। তিনি বলেন, ২০২৫ এমন কিছু মুহূর্ত দিয়েছে যা নিয়ে গর্বিত ভারতবাসী। তিনি বলেন, দেশের প্রতিরক্ষা থেকে খেলাধুলোর ময়দান অবধি, বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার থেকে বিশ্বের বড়-বড় মঞ্চ পর্যন্ত। প্রতিটি জায়গায় নিজের দৃঢ় পদচিহ্ন রেখেছে ভারত। এই বছর অপারেশন সিঁদুর প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিশ্ব দেখেছে যে আজকের ভারত নিজের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো আপোষ করে না। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারত মায়ের প্রতি ভালোবাসা আর সমর্পণের ছবি সামনে এসেছে। মানুষজন নিজেদের মত করে ব্যক্ত করেছেন নিজেদের অনুভূতি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই আবেগ তখনও দেখা গিয়েছিল যখন বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্ণ হয়। আমি আপনাদের অনুরোধ করেছিলাম বন্দে মাতরম ১৫০ যুক্ত করে নিজেদের বার্তা এবং পরামর্শ পাঠাতে। দেশের মানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন এই অভিযানে। খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও স্মরণীয় বছর হয়ে রইল ২০২৫। আমাদের পুরুষ ক্রিকেট দল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। মহিলা ক্রিকেট দল প্রথম বার জিতে নিয়েছে বিশ্বকাপ। ভারতের কন্যারা উইমেন্স ব্লাইন্ড টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে ইতিহাস রচনা করেছে। এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতেও গর্বের সঙ্গে উড়েছে তেরঙা পতাকা। প্যারা অ্যাথলিটরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বহু পদক জিতে প্রমাণ করেছে কোনো বাধাই উদ্যমের পথ আটকাতে পারে না। বিজ্ঞান এবং মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রেও বড় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে ভারত। প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৌঁছেছেন শুভাংশু শুক্ল। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বন্যপ্রাণ রক্ষার সঙ্গে জড়িত অনেক উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল ২০২৫ সালে। ভারতে চিতার সংখ্যাও এখন তিরিশের বেশি হয়ে গিয়েছে।

২০২৫এ আস্থা, সংস্কৃতি এবং ভারতের অসামান্য ঐতিহ্য - ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বছরের শুরুতে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের আয়োজন গোটা বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। বছরের শেষে অযোধ্যার রামমন্দিরে ধ্বজারোহণ সমারোহ প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেছে। স্বদেশি নিয়েও মানুষের উৎসাহ ছিল লক্ষণীয়। মানুষ সেই পণ্যই কিনেছেন যার সঙ্গে জুড়ে আছে কোনো ভারতীয়ের শ্রম এবং যাতে রয়েছে ভারতের মাটির সুঘ্রাণ। আজ আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, ২০২৫ সাল ভারতকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। এটাও সত্যি যে এই বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ্য করতে হয়েছে আমাদের, বহু অঞ্চলে সম্মুখীন হতে হয়েছে এমন বিপর্যয়ের। এখন দেশ ২০২৬ সালে নতুন আশা, নতুন শপথের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি।

‘মিশন বাংলা’ লক্ষ্য, আজ বাংলায় শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের পর মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে আবার দিল্লির শীর্ষস্তরের পদক্ষেপ। নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই বাংলায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতির এই সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে প্রবল জল্পনা। ‘মিশন ২৬’-এর রণকৌশল বাংলার মাটিতেই পাকাপাকি হবে।

সূত্রের খবর, আজ ২৯ ডিসেম্বর কলকাতায় নামবেন শাহ। তিন দিনের টানা কর্মসূচি সেরে ৩১ ডিসেম্বর রাতে ফেরার কথা দিল্লিতে। একই সময়ে রাজ্য জুড়ে চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন; সেই প্রেক্ষিতেই তাঁর হঠাৎ সফরকে শাসক, বিরোধী দুই শিবিরই দেখছে ভারী অর্থবহ পদক্ষেপ হিসেবে।

রাজনৈতিক আলোচনা এখন সরব; স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশনের উত্তাপের মধ্যেই বিরোধী ‘মিশন বাংলা’র বীজ রোপণ। প্রথম দিনেই সল্টলেকের বিজেপি রাজ্য কার্যালয়ে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক নির্ধারিত। এরপর ৩০ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলন, তারপর দলের কোর কমিটির সঙ্গে

রণকৌশল ঘিরে বসবেন তিনি। রাতেই সঙ্ঘ নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠকের কর্মসূচিও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সফরের শেষ দিনে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে কলকাতা পুর এলাকার বিজেপি নেতা, কর্মীদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা করার কথা তাঁর। পাশাপাশি রাজ্যের বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গেও পৃথক বৈঠকের সম্ভাবনা জোরালো। গিরিশ ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদান এবং সিস্টার নিবেদিতার বাড়ি পরিদর্শনের কর্মসূচিও তালিকাভুক্ত রয়েছে। তারপর সেই রাতেই রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন। রাজ্যে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে যখন তর্ক, বিতর্ক তুঙ্গে, তখনই শাহের সফর নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহলের একাংশ। বিজেপির ভেতরে-বাইরে ফিসফাস; ২০২৬-র লড়াই কাগজে-কলমে আর নয়, এখন মাঠে নামার প্রস্তুতি। এই সফর যে নিছক সৌজন্য সফর নয়, তা সকলেই বুঝছে। হিসাব এখন সোজাসুজি; বছর শেষে বাংলায় ‘মিশন ২৬’-এর যুদ্ধঘণ্টা।

বিএলওদের পুরস্কৃত করবে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি হিসেবে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) পুরস্কৃত করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, এসআইআর-এর কাজে যুক্ত প্রতিটি বুথ লেভেল অফিসারকে নির্বাচন কমিশনের তরফে একটি করে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এই সংক্রান্ত নির্দেশ ইতিমধ্যেই ইআরও-দের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি। সূত্রের খবর, এবার ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন হবে বিএলও-কেন্দ্রিক। ওই দিনই রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বুথ লেভেল অফিসারদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করা হবে। নির্বাচন কমিশনের মতে, মাঠস্তরে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে বিএলও-দের নিরলস পরিশ্রম ও দায়িত্বশীল ভূমিকার স্বীকৃতি দিতেই এই উদ্যোগ।

সেবাশ্রয় শিবিরের নামে তৃণমূলের নতুন নাটক শুরু হয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে ‘সেবাশ্রয় ’ শিবির। সাংসদ পার্থ ভৌমিক শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই ‘সেবাশ্রয়’ শিবিরের কথা ঘোষণা করেছেন। সেবাশ্রয় শিবিরকে কটাক্ষ করে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেন, সেবাশ্রয় শিবিরের নামে তৃণমূলের নতুন নাটক শুরু হয়েছে। রবিবার রাতে ভাটপাড়া পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের অটো স্ট্যান্ড মোড়ে শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, সরকারি হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো সরকার ঠিকমতো চালাতে পারছে না। বামজমানায় কাউগাছিতে খ্রিস্টান হাসপাতাল ধুঁকিয়ে চলত। তৃণমূল জমানায় ওই হাসপাতালের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, নির্বাচন আসলেই তৃণমূলের যত নাটক শুরু হয়। তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েত কিংবা পুরসভা দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে ৮৫ টি পুকুর ভরাট হয়েছে। তৃণমূলের নেতা,

কাউন্সিলরেরা পুকুর ভরাটে যুক্ত। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের আরও অভিযোগ, কেউ গঙ্গাবক্ষ থেকে বালি-মাটি তুলছে। আবার কেউ বন্ধ কারখানার যন্ত্রাংশ চুরি করে বেচে দিচ্ছে। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, আগামীদিনে ভারতবর্ষ হিন্দুরাষ্ট্র হবেই। মমতা ব্যানার্জি কিছুই করতে পারবেন না। শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্কু পান্ডে, কৃষ্ণ গুহ, দোলা শীল, টিঙ্কু মজুমদার প্রমুখ।

চণ্ডীপুরে হল রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থানার অন্তর্গত ২ নম্বর অঞ্চলের কুলাপাড়া অলস্টার ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। শুক্রবার তার ১৬ বছর পূর্ণ হল। সমাজকল্যাণমূলক এই কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন অন্তত ৯০ জন স্বেচ্ছাসেবী। তার মধ্যে পুরুষ ৫৫ ও মহিলা ৩৫ জন রক্তদান করেছেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অর্পণা ভট্টাচার্য। তিনি আয়োজকদের জানান, ভবিষ্যতে এই ধরনের স্বাস্থ্য ও সমাজসেবামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হোক। যাতে অনেক রোগী নতুন করে জীবন ফিরে পায়।

গুরুতর অসুস্থ পরিচালক সুদেষ্ণা রায়, চিকিৎসাধীন বেসরকারি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গুরুতর অসুস্থ পরিচালক সুদেষ্ণা রায়। শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। জানা যাচ্ছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন পরিচালক। জানা গেছে, অসুস্থ বোধ করায় শনিবার সকালে সুদেষ্ণা রায়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আইসিইউতে রাখা হয়েছে পরিচালককে। রবিবার তাঁর স্বাস্থ্যের বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রেখেই নাকি তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি আইসিইউ থেকে জেনারেল বেডে স্থানান্তরিত করা হবে।

জানা যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন

আগেই নাকি শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন সুদেষ্ণা রায়। সেখান থেকে ফিরে আসার পরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হঠাৎ করেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকার কারণে বাড়ে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রাও। সেই কারণেই তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়।

নকশালবাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা বাইক ও স্কুটির, মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, নকশালবাড়ি: শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির সাতভাইয়া মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা বাইক ও স্কুটির। মৃত্যু হল ২ জনের, আহত ২ জন। জানা গিয়েছে, রথখোলা থেকে টুকরিয়া ডিভিশনে বাইক ও স্কুটিতে ফিরছিলেন ৪ জন। নকশালবাড়ির সাতভাইয়া মোড়ে একটি দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় বাইক ও স্কুটি। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন সকলে। ঘটনায় মৃত্যু হয় বাইক চালক অভিষেক ওঁরাওয়ের। আহতদের নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোশন ওরাঁওয়ের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে ঘটনার পর থেকেই পলাতক লরি চালক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নকশালবাড়ি থানা ও নকশালবাড়ি ট্রাফিক পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার জন্য উপস্থিত হচ্ছেন সাধু-সন্তরা।

উৎসবের আলো ছাপিয়ে ফুটপাথে লুটিয়ে থাকা শীতের দীর্ঘ রাত, কলকাতা উৎসবে ব্যস্ত !

রাজীব মুখোপাধ্যায়

বড়দিনের আলো এখনও নিভে যায়নি, নতুন বছরের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। পার্ক স্ট্রিটে গান, গড়িয়াহাটে ভিড়, কফিশপে হাসি; শহর নিজেকে সাজিয়েছে উজ্জ্বল পোশাকে।

কিন্তু সেই একই শহরের ফুটপাথ জুড়ে চলছে আর-এক জীবন; যেখানে রাত মানেই যুদ্ধ, ঠান্ডার সঙ্গে, ক্ষুধার সঙ্গে, আর চুপচাপ উপেক্ষার সঙ্গে। হাওড়া ব্রিজের নীচে, শিয়ালদহের বাইরে, উড়ালপুলের ছায়ায়, হাসপাতালে সামনের ফুটপাথে কম্বলের বদলে পুরোনো ত্রিপল, বালিশের বদলে ইট, আর আকাশটাই একমাত্র ছাদ। একটি ছোট ছেলে মাটিতে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। ঠোঁট কাঁপছে, নিঃশ্বাসে ধোঁয়া উঠছে।

ধীরে বলে, মা, আজ ঘুম নামছে না ঠান্ডা খুব কামড়াচ্ছে। মা

তাকে বুকে টেনে নেয়; চোখ বন্ধ কর। আমি আছি। এই আমি আছি-র মধ্যেই আশ্রয় আছে, আবার অজানা অসহায়তাও; দুটোই সমান ভারী। এক বৃদ্ধ খবরের কাগজ গুঁজে মাথা ঠেকিয়ে বলেন, রাতটা কেটে গেলেই বাঁচি। শব্দগুলো ছোট, কিন্তু ভেতরে জমাট বরফের মতো ব্যথা। কারণ তিনি জানেন; কোনও হিটার, কোনও দরজা, কোনও জানলা তার জন্য অপেক্ষা করছে না। রাস্তার ওপারে আলোয় মোড়া কেকের দোকান। ভেতরে বাজছে গান, উঠছে হাসির ঢেউ। এক তরুণী বলছেন, এই বছরটা খুব ভালো যাবে। আর ঠিক উল্টো পাশে ফুটপাথে বসে থাকা মানুষটা কোট আঁটসাঁট করে ফিসফিস করে; এই রাতটা গেলেই বাঁচি। শহর আলোয় ঝলমল করলেও ফুটপাথে আলো পড়ে না; পড়ে শুধু দীর্ঘ ছায়া। সে ছায়ার মধ্যেই শিশুরা খেলে, বৃদ্ধেরা কাশে, মায়েরা দূরে তাকিয়ে থাকেন; কারণ কাঁদলে শিশু ভয় পাবে। একটি ছোট্ট মেয়ের গলা শোনা যায়, মা, আমাদেরও কি কখনও দরজা থাকবে? মা একটু থেমে ধীরে বলেন, একদিন হবে। কথাটা বলেই চুপ করে যান, কারণ প্রতিশ্রুতিটা সত্যি কি না সে-ও জানে না। শহর যেন দু’ভাগে ভাগ; একদিকে আলো, সাজ, উৎসবের উচ্ছ্বাস; আর অন্যদিকে ঠান্ডা, কম্বল, আর লুকোনো কান্নার দীর্ঘ রাত। কেউ ক্যামেরায় ছবি তোলে, কেউ পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কিন্তু ফুটপাথে শুয়ে থাকা মানুষগুলো প্রশ্ন করে না, অভিযোগও করে না; শুধু নীরবে বেঁচে থাকে। শীত যখন নামে, তাপমাত্রা শুধু কমে না; মানবতার উষ্ণতাও মেপে নেয়; কে সত্যিই দেখে, আর কে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি সুজল কুমার সরকার, পিতা- মৃত শচীন্দ্রনাথ সরকার সাং- গাংনী, পোঃ- (Gangni) বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা নদীয়া পিন- ৭৪১১২১, আমার নাম ভোটার কার্ডে সুজল কুমার সরকার এবং কোন কোন কাগজ পত্রে সুজল সরকার ও সুজল কেআর সরকার লিপিবদ্ধ আছে। ১৭/১২/২০২৫ তারিখে রানাঘাট কোর্টে নোটারী পাবলিক ৩৭ নং এফিডেভিটে আমি সুজল কুমার সরকার, সুজল সরকার ও সুজল কেআর সরকার একই ও অভিন্ন নামে পরিচিত হলাম।

AFFIDAVIT

গত 17/10/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 9990 নং এফিডেভিট বলে আমি **Shaikh Sofik Rahaman** S/o. Shaikh Abdul Khalek (old name), R/o. Mahipalpur, Balagarh, Hooghly-712146, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি **Shaikh Sofik Rahaman** S/o. Shaikh Abdul Khalek নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র **Sekh Safik Rahaman S/o. Sekh Abdul Khalek (New Name)** নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি **Shaikh Sofik Rahaman S/o. Shaikh Abdul Khalek & Sekh Safik Rahaman S/o. Sekh Abdul Khalek** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নোটিশ

আমরা, **১)মহঃ খলিলউদ্দিন**, পিতা আনসার আলি, সাকিম নওপাড়া, বল্লালদিঘী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, **২)সেখ মমিন হাসান**, পিতা সেখ আব্দুল করিম, জগন্নাথপাড়া, রোসনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৩)মহঃ সাহিল**, পিতা মহঃ আশরফ আলি, সাকিম সাতঘরিয়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৪)সন্দীপ দাস**, পিতা উত্তম কুমার দাস, সাকিম তালবোনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪ এবং **৫)আসিফ ইকবাল**, পিতা মহম্মদ হোসেন, সাকিম নামাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমরা বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসর অধিক কাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল’ ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ ল’ ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কলকাতায় আমাদের লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অফিসে আপত্তি করিবেন।

AFFIDAVIT

আমার প্রকৃত নাম **তুলসী কামিলা, পিতা-মনোরঞ্জন কামিলা**, গ্রাম ও পোঃ- গঙ্গাসাগর, থানা-গঙ্গাসাগর কোস্টাল, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণার স্থায়ী বাসিন্দা। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার ও আমার পিতার নাম ভুলবশত **তুলসী দাস, পিতা-মনোরঞ্জন দাস** নথিভুক্ত হয়ে যাওয়ায় গত ২৬.১২.২০২৫ তারিখের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) কাকদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা আদালতের হলফনামা বলে **তুলসী দাস, পিতা-মনোরঞ্জন দাস** এবং **তুলসী কামিলা, পিতা-মনোরঞ্জন কামিলা** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

AFFIDAVIT

আমার প্রকৃত নাম **খুকুমনী কামিলা, স্বামী-তুলসী কামিলা**, গ্রাম ও পোঃ-গঙ্গাসাগর, থানা- গঙ্গাসাগর কোস্টাল, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণার স্থায়ী বাসিন্দা। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার ও আমার স্বামীর নাম ভুলবশত **খুকুমনী দাস, স্বামী-তুলসী দাস** নথিভুক্ত হয়ে যাওয়ায় গত ২৬.১২.২০২৫ তারিখের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) কাকদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা আদালতের হলফনামা বলে **খুকুমনী দাস, স্বামী- তুলসী দাস** এবং **খুকুমনী কামিলা, স্বামী- তুলসী কামিলা** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমরা ১। রাজেশ সাউ গং এবং ২। বিজয় মল্লিক ডোম গং গত ইং 25.10.2019, দলিল নং 4370/19 এবং 10.07.2019, দলিল নং- 2926/19 এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে কৃষ্ণ চন্দ্র ধোলে দীং দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার গ্রহীতা পাপ্পু ঘোষ, পিতা- মৃত জানকীনাথ ঘোষ, আমমোক্তার নং. IV 131/19 তারিখ 01.07.2019 এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর-এর দ্বারা নিম্নলিখিত তপশীল জমি খরিদ করিয়াছি।
তপশীল জমির জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং.-২০০৬, এল.আর. দাগ-৫২৪, জমির পরিমান ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ২৪ ব.ফু. এবং ০১ কাঠা ০৮ ছটাক।
উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
রাজেশ সাউ
বিজয় মল্লিক ডোম

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী সুনীল কুমার হালদার** পিতা ৺মনোরঞ্জন হালদার, সাকিম জগদীশপুর নতুনপল্লী, সুভাষগ্রাম, সোনারপুর, দঃ ২৪পরগণা-৭০০১৪৭, মহাশয় বিগত ইং ১০/০৮/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-09603/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সৌকত সরকার**, পিতা সাজেদ সরকার, সাকিম কাগনান, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি সৌকত সরকার, **তপশীল**-জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা পশ্চিমশিকটা, জে.এল. নং ৩৮, হাল এল. আর ৭৫২ নং খতিয়ানে, হাল এল. আর ৪৬৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪০ শতক মধ্যে ০৮ শতক তন্মধ্যে বিগত ইং ১৩/০৫/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-1145/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী লিপিকা সরকার** স্বামী শ্রী অমর সরকার, সাকিম পশ্চিমশিকটা, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়াকে হাল এল. আর ৭৫২ নং খতিয়ানে ও ৪৬৫ নং দাগ হইতে ০২.৪৮ শতক সম্পত্তি এবং ২)I-1146/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী বীনা রায়** পিতা ৺কৃষ্ণপদ সরকার, সাকিম পশ্চিমশিকটা, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়াকে হাল এল. আর ৭৫২ নং খতিয়ানে ও ৪৬৫ নং দাগ হইতে ০১.৬৬ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১) শ্রীমতী লিপিকা সরকার** স্বামী শ্রী অমর সরকার, এবং **২) শ্রীমতী বীনা রায়** পিতা ৺কৃষ্ণপদ সরকার, মহাশয়/মহাশয়া তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**সৌকত সরকার (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)মহঃ নুরুর রহমান, ২)সেখ মাহাফুজুর রহমান, ৩)মদিনা বেগম** স্বামী লিয়াকত হোসেন, **৪)মহঃ সাহিদুল্লাহ সেখ, ৫)সেখ মহম্মদ হেজবুল্লা, ৬)সেখ ওবাইদুল্লাহ, ৭)জাহানারা বিবি** স্বামী সাহাদাত মল্লিক, **৮)মোকাররমা বেগম** স্বামী মহম্মদ মেহেবুবার রহমান মোল্লা, **৯)ফতেমা মোল্লা** স্বামী মহম্মদ আব্দুর গফুর মোল্লা, **১০)সেখ সাদেকা বেগম,** স্বামী সেখ আহমাদুল্লাহ, সকলের পিতা মরহুম সেখ হাজী মহম্মদ মসিহুর রহমান ওরফে মসিয়ার রহমান, **১১)মহম্মদ সাইফুল্লা ওরফে সেখ সাইফুল্লা, ১২)জাহাঙ্গির সেখ, ১৩)রাবিয়া বেগম স্বামী আব্দুল মান্নান, ১৪)তাজকিয়া বেগম** স্বামী মনিফার রহমান, **১৫)ফেরদৌসীআরা সেখ** স্বামী সাফাওত আলী, **১৬)কুরর্সিয়া বেগম** স্বামী আব্দুল হাকিম, **১৭)মোসাম্মৎ আসরাফিয়া বেগম,** স্বামী মহম্মদ ফারুক, **১৮)ফতেমা খাতুন** স্বামী আনিসুর রহমান, **১৯)সরিফা বেগম** স্বামী সেখ জুম্মান, ১১-১৯নং এর পিতা মরহুম সেখ মহঃ শাহজাহান ওরফে সেখ মহঃ সাজাহান, **২০)মোসাম্মৎ আয়েশা বেগম সেখ, ২১)আজিমা বেগম,** ২০/২১ নং-এর স্বামী মরহুম সেখ মহঃ শাহজাহান ওরফে সেখ মহঃ সাজাহান, **২২)সাকিনা খাতুন সেখ** স্বামী মরহুম মহঃ হোসেন, **২৩)সাহানারা বেগম** স্বামী সেখ সাইফুল্লা, **২৪)রাকিবা বেগম** স্বামী সেখ সাফিক আলি, **২৫)মহঃ জরিফুল হাসান,** ২২-২৫ নং এর পিতা মরহুম মহঃ হোসেন, **২৬)মহম্মদ নাসির উদ্দিন, ২৭)মহঃ সালাউদ্দিন, ২৮)নাজিরা বেগম** স্বামী সওকত আলি, **২৯)মমতাজ বেগম** স্বামী সেখ মোজেহার, ২৬-২৯নং এর পিতা মরহুম আব্দুল রব, মাতা মনিরা বেগম, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৮/০২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01337/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**মহঃ সফিউল্লাহ** পিতা মরহুম মহঃ সাজাহান ওরফে সেখ মহঃ শাহজাহান, সাকিম ফরিদপুর, চন্দনপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২২২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি, বিগত ইং ০৪/১২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১)I-10918/2025 নং দলিল মূলে **সেখ মনোয়ার দেওয়ান** পিতা সেখ হারু দেওয়ান, সাকিম পুরাট, আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়কে, **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ঝাউবাঁধ, জে.এল নং ৪৬, হাল এল.আর. ২৬৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫৬ তথা হাল এল.আর. ২৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৭ শতক, ২)I-10919/2025 নং দলিল মূলে **সেখ সরিফুল** পিতা সেখ হাবিবর রহমান, সাকিম ঝাউবাঁধ, আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়কে তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ঝাউবাঁধ, জে.এল নং ৪৬, হাল এল.আর. ৫৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫৫৪ তথা হাল এল.আর. ৫৪৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০৯ শতক, ৩)I-10920/2025 নং দলিল মূলে **রহিমা বেগম** স্বামী সওকাত আলি সেখ, সাকিম ধান্যহানা, ইলাহিপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৭০৬, মহাশয়াকে **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ঝাউবাঁধ, জে.এল নং ৪৬, হাল এল.আর. ৫৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫৯১ তথা হাল এল.আর. ৮৭২ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ১১ শতক, ৪)I-10922/2025 নং দলিল মূলে **ফতেমা বেগম** স্বামী সেখ ইসরাফিল, সাকিম আটিসাড়া, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২২২৩, মহাশয়াকে তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ঝাউবাঁধ, জে.এল নং ৪৬, হাল এল.আর. ৫৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫৯১ তথা হাল এল.আর. ৮৭২ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ১১ শতক, ৫)I-10923/2025 নং দলিল মূলে **সালমা খাতুন** স্বামী সেখ মনোয়ার দেওয়ান, সাকিম পুরাট, আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়াকে **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ঝাউবাঁধ, জে.এল নং ৪৬, হাল এল.আর. ২৬৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৩৮ তথা হাল এল.আর. ৬৭৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১১ শতক, একুনে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে পাঁচটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ- **১)সেখ মনোয়ার দেওয়ান** পিতা সেখ হারু দেওয়ান, **২)সেখ সরিফুল** পিতা সেখ হাবিবর রহমান, **৩)রহিমা বেগম** স্বামী সওকাত আলি সেখ, **৪)ফতেমা বেগম** স্বামী সেখ ইসরাফিল, **৫)সালমা খাতুন** স্বামী সেখ মনোয়ার দেওয়ান, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**মহঃ সফিউল্লাহ (আমমোক্তার)**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং, হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়,পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১,** ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৯শে ডিসেম্বর, ১৩ই পৌষ। সোম বার। নবমী যুক্ত দশমী তিথি। জন্মে মেষরাশি। অষ্টোত্তরি শুক্র র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বৃদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৩ পৌষ ১৪৩১ সোমবার

৮৫ পার হলে বাড়িতেই শুনানি

প্রবীণদের মুশকিল আসান করল কমিশনের নতুন নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশনের শুনানির প্রথম দিনেই প্রকাশ্যে এল অস্বস্তিকর ছবি। নড়বড়ে হাঁটা, অসুস্থ দেহ; তবু কাঁধে ভর দিয়ে, কেউ বা হুইলচেয়ারে; শুনানি কেন্দ্রে হাজির হতে বাধ্য হলেন বহু প্রবীণ ভোটার। এই চিত্র সামনে আসতেই প্রশ্নের তীর সোজা নির্বাচন কমিশনের দিকেই। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের স্পষ্ট ঘোষণা, ৮৫ বছরের উর্ধ্বে ভোটারদের শুনানি কেন্দ্রে যেতে হবে না, আমরা পৌঁছব তাঁদের দরজায়। তাঁর কথায়, প্রবীণ নাগরিকদের কষ্ট দেওয়া কমিশনের উদ্দেশ্য নয়, ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে ইআরও ও এআরওদের নতুন করে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। স্বেচ্ছায় কেউ এলে আলাদা কথা, তবে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়; এ কথাও পরিষ্কার করা হয়েছে। এদিনের শুনানিতে দেখা যায়, ৮০ থেকে ৮৫ বছর বয়সি বহু মানুষ কষ্ট করে হাজির হয়েছেন নাম নিশ্চিত করতে। কেউ সিঁড়ি ভেঙেছেন, কেউ হেঁটে বহুটা পথ পেরিয়েছেন। অভিযোগ ওঠে; শুনানি বিধিতে মানবিকতার অভাব। সেই বিতর্কের মাঝেই কমিশনের নতুন সিদ্ধান্ত প্রবীণদের স্বস্তি দিল।

এছাড়া 'আনম্যাপড' হিসেবে চিহ্নিত যাঁদের নাম পুরনো ভোটার তালিকার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু অ্যাপে প্রযুক্তিগত সমস্যায় প্রতিফলিত হয়নি; তাঁদের আর অকারণে ডাকা হবে না। ছোটখাটো লজিক্যাল ত্রুটি মাত্র থাকলে শুনানির প্রয়োজন নেই; প্রথম দিনেই এই জটও খানিকটা কাটা হয়েছে। সব মিলিয়ে বার্তা একটাই, প্রক্রিয়া চলবে, কিন্তু মানবিকতার সঙ্গে।

আগে অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে হবে, কমিশনের ভাবনায় দুশ্চিন্তায় প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য তথ্যযাচাই এ বছর শেষে হচ্ছে না। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত স্পষ্ট; অসমাপ্ত তথ্যযাচাই ঝুলে থাকলে নতুন প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না। ফলে নতুন বছরের গোড়ায় প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনাই এখন বেশি বলে মনে করা হচ্ছে।

একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যযাচাই এখনও পুরো হয়নি। কমিশনের পরিষ্কার বক্তব্য; আগে সেই কাজ শেষ করাই অগ্রাধিকার। এর জেরেই নবম, দশমের নির্ধারিত সময়সূচি বারবার পিছিয়েছে। ২৬ ডিসেম্বরের বদলে ২৯ ডিসেম্বর নতুন দিন ধার্য হলেও, সেই তারিখেও শুরু করা প্রায় অসম্ভব বলেই কমিশনের ধারনা।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে প্রায় ১৫০ জন প্রার্থীর নতুন করে তথ্যযাচাই করতে হচ্ছে, যাঁরা আগে জাতিগত বিভাগের উল্লেখ বা সংশোধনের সুযোগ পাননি। বিশেষ ক্ষেত্রে তথ্যযাচাইয়ে অতিরিক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন; বিশেষজ্ঞ ডাকা, আলাদা সাক্ষাৎকার সূচি, প্রশাসনিক বন্দোবস্ত;সব মিলিয়ে সময় বাড়ছে।

এদিকে নবম-দশমই নয়, একাদশ-দ্বাদশের মেধাতালিকা প্রকাশ নিয়েও অনিশ্চয়তা ঘনীভূত। নির্ধারিত ৭ জানুয়ারির মধ্যে তালিকা প্রকাশ সম্ভব নয় বলেই আগেই জানিয়েছে এসএসসি। প্রার্থীদের ক্ষোভ বাড়ছে, প্রশ্ন একটাই; নতুন বছরের শুরুতেই কি জট কাটবে?

এর আগে নবম-দশমে ২৩,২১২টি শূন্যপদের জন্য ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ হয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার আবেদনকারী শেষপর্বে ডাক পেতে পারেন বলে অনুমান। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক বিলম্ব এখন সবচেয়ে বড় আতঙ্ক; স্বপ্নের চাকরি ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বহু পরীক্ষার্থী।

রবিবার টালিগঞ্জে আধঘণ্টা থমকে মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, টালিগঞ্জ: রবিবার আবারও মেট্রো যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। দুপুরের দিকে টালিগঞ্জ স্টেশনে এক আপ ও এক ডাউন ট্রেন অপ্রত্যাশিতভাবে থমকে দাঁড়ায় প্রায় ত্রিশ মিনিটের জন্য। আচমকা থামায় প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনের ভিতরে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রথমে ট্রেন কয়েক মিনিটের জন্য থেমে যায়, কিন্তু এরপর দীর্ঘ সময় কোনো ঘোষণা না পাওয়ায় যাত্রীরা

বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। আমি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সময়মতো পৌঁছনোর চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু মেট্রোর এই হঠাৎ থামার কারণে দেরি হয়েছে, অভিযোগ এক যাত্রীর। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সিগন্যাল সংক্রান্ত কারিগরি ত্রুটিই মূল কারণ। রক্ষণাবেক্ষণকারী দল দ্রুত ত্রুটি শনাক্ত করে মেরামতের কাজ শুরু করে। প্রায় ত্রিশ মিনিট পর ধীরে ধীরে মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ঘন ঘন এমন বিভ্রাটে যাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। অনেকের অভিযোগ, সামান্য ত্রুটিতেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অথচ আগাম সতর্কবার্তা বা স্পষ্ট ঘোষণা নেই। যাত্রী নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করতে মেট্রো কর্তৃপক্ষের আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে।

আমরা উত্তর চাই, স্বচ্ছতা চাই, নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি প্রশ্ন শশী পাঁজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আরও একবার প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁর অভিযোগ, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ভোটারদের প্রতি কমিশনের আচরণ মানবিকতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, পাশাপাশি কোটি কোটি ভোটারকে সন্দেহের তালিকায় ফেলে স্বচ্ছতার মুখে কুলুপ এঁটেছে কমিশন।

মন্ত্রী সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন; ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে ৮৫-এর উর্ধ্ব ও ৪০ শতাংশ বা তার বেশি প্রতিবন্ধী ভোটারদের জন্য ঘরে বসে ভোটদানের সুযোগ দিয়েছিল কমিশন। এখন সেই মানুষগুলোকেই কেন শুনানি কেন্দ্রে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে?

শুধু তাই নয়, ১.৩৬ কোটি ভোটারকে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি' তালিকায় ফেলা নিয়েও তোপ দেগেছেন তিনি। পাঁজার প্রশ্ন, এত বিপুল সংখ্যক ভোটারকে সন্দেহভাজন বানানোর প্রমাণ কোথায়? এই তালিকা প্রকাশ করতে কমিশন ভয় পাচ্ছে কেন? তাঁর ইঙ্গিত, নতুন এই বিভাগ কি তবে শুধুমাত্র বাংলায় ভোটবিয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য বানানো হয়েছে? কমিশনের নীরবতা নিয়েই তাঁর বিস্ময়, ক্ষোভ এবং কঠোর সন্দেহ। মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আমরা প্রশ্ন করছি, আমরা ব্যাখ্যা চাই। গণতন্ত্রে স্বচ্ছতা আড়াল করে রাখা যায় না। বিজেপির পাল্টা সুর, নাটক করে বেআইনি ভোট বাঁচানোর চেষ্টা। বিজেপির বক্তব্য, তৃণমূলের এই অভিযোগ আসলে রাজনৈতিক কৌশল। দলের কটাক্ষ, কমিশনের স্বচ্ছ প্রক্রিয়া শুরু হতেই যাঁরা ঘুম হারাচ্ছে, তাঁরাই আজ মানবিকতার আবরণে ভুতুড়ে ভোট বাঁচাতে তৎপর। বিজেপির দাবি, কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান; তার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক লাভের অঙ্ক কষাই তৃণমূলের আসল লক্ষ্য। রাজ্যের গেরুয়া শিবিরের দাবি, বেআইনি, নকল ও ডুপ্লিকেট নাম বাদ পড়ার ভয়েই এত হাহাকার। স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির কাজ চলবে; যার আপত্তি আছে, আদালতে যাক।

বার কাউন্সিল ভোটে শাসক শিবিরে দ্বন্দ্ব, আইনজীবী মহলে ক্ষোভের ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বার কাউন্সিলের নির্বাচনে আর টালবাহানা নয়; সরাসরি সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। নির্দেশ স্পষ্ট, মার্চের মধ্যেই ভোটগ্রহণ শেষ করতে হবে। ২০১৮ সালের পর থেকে ঝুলে থাকা এই নির্বাচন ঘিরে এখন রাজ্যের আইনজীবী মহলে বাড়ছে অস্বস্তি, অভিযোগ এবং সন্দেহ। ভোটের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করতেই নতুন করে বিতর্কের আগুন। প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় অসংখ্য প্রকৃত আইনজীবীর নাম উধাও, কারও নামের বানান বিকৃত, কোথাও আবার একেবারেই তথ্য মিলছে না; এমনই অভিযোগ বিভিন্ন বার অ্যাসোসিয়েশনের। বহু আইনজীবীর কণ্ঠে ক্ষোভ; যাঁরা রোজ আদালতে সওয়াল করেন, তাঁরাই তালিকায় নেই; এ কেমন নির্বাচন প্রস্তুতি?

এর ওপর আরও বাড়তি প্রশ্ন উঠেছে সূচি প্রকাশের সময় নিয়ে। আদালতে শীতকালীন ছুটি শুরু হওয়ার ঠিক সেদিনই বিজ্ঞপ্তি! ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত নতুন ভোটার যোগ করার সময়সীমা; অথচ এই সময় রাজ্যের প্রায় সব আদালতেই ছুটি। ফলে ২০১৭-র পর পেশায় আসা নতুন আইনজীবীদের ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্তি নিয়েই তৈরি হচ্ছে অনিশ্চয়তা।

ইতিমধ্যেই আলিপুর, বারুইপুর, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, তেহট্ট, জলপাইগুড়ি-সহ একাধিক আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে লিখিত অভিযোগ পৌঁছেছে বার কাউন্সিলে। অভিযোগের সারমর্ম একটাই; খসড়া তালিকা ভুলে ভরা, বাস্তবে সংশোধন করাই প্রায় অসম্ভব। রাজ্য বার কাউন্সিলের সদস্য বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন পরিস্থিতির জটিলতা। তাঁর বক্তব্য, প্রকাশিত তালিকায় বহু নাম বাদ পড়েছে; এই অভিযোগ সত্যি। আদালত ছুটির মধ্যেই নতুন নাম তোলার নির্ধারিত সময়সীমাও সমস্যার। আমরা চেয়ারপার্সনকে জানিয়েছি, প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ পড়ার যে অসুবিধা হয়েছে, তা সংশোধনের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। একদিকে সুপ্রিম কোর্টের চাপ, অন্যদিকে প্রশাসনিক গোলযোগ, আর তার মাঝখানে ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন হাজার হাজার আইনজীবী। বার কাউন্সিল ভোট সামনে; কিন্তু প্রশ্নও কম নয়, এই পরিস্থিতিতে কি আদৌ নিরপেক্ষ ও নির্ভুল ভোট প্রক্রিয়া সম্ভব? নাকি আরেক দফা অচলাবস্থা অপেক্ষা করছে।

এআরও, ডিআরও-রা পার্টির লোকেদের মতো কাজ করছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং ডেপুটি রিটার্নিং অফিসারেরা পার্টির লোকেদের মতো কাজ করছেন। শনিবার রাতে গারুলিয়ায় শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, ১০৬ জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ববিতা পালের কণ্ঠস্বর সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে এনেছেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। অডিও ক্লিপিংসে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, তিনি বুথ লেভেল অফিসারদের নির্দেশ দিচ্ছেন, যাঁদের কোনও রেকর্ড পাওয়া যায়নি। শুনানিতে তাদের আসতে নিষেধ করে, নোটিসের রিসিভ কপি সংগ্রহ করতে বলা হচ্ছে। এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, এটাই মমতা ব্যানার্জির প্রশাসন এবং তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা আইপ্যাকের কারসাজি। নির্বাচন কমিশন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে তিনি দোষী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন। শনিবার রাতে গারুলিয়ায় শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং ডেপুটি রিটার্নিং অফিসারেরা পার্টির লোকেদের মতো কাজ করছেন। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তাঁর দাবি, দু'চারজন জেলে না গেলে এঁরা শুধরাবে না। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র নিশানা করে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, তৃণমূল প্রায় শেষের দিকে। পুলিশ তৃণমূলকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পুলিশ সরে গেলেই তৃণমূল বিদায় নেবে। প্রসঙ্গত, গারুলিয়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রয়াত কেদার সিংয়ের স্মরণে শনিবার রাতে 'সংকল্প' সংস্থার উদ্যোগে অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। উক্ত সেবামূলক কাজের অন্যতম উদ্যোক্তা দলের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং। শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সন্তোষ রায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, গারুলিয়া-১ মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় মালো, সুপ্রিয় দে প্রমুখ।

তাপমাত্রা একটু চড়লেও শীতের দাপট কমছে না, আজও কাঁপবে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিসেম্বরের শেষ লগ্নে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আজ সোমবারও রাজ্যজুড়ে শীতের চাপ অটুট। উত্তরবঙ্গ থেকে উপকূল; সবত্রই পারদের ওঠানামার খেলা, তবে শীতের কামড় আলগা হওয়ার কোনো লক্ষণ স্পষ্ট নয়। আবহাওয়া দপ্তরের বার্তা, তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে, কিন্তু শীত তার জমি ছাড়ছে না। আজ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই সকালের হাওয়া থাকবে শুষ্ক ও শীতল। কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করবে বলে পূর্বাভাস। পশ্চিমাঞ্চলে পারদ আরও নীচে; ৮ ডিগ্রির কাছাকাছি নামতে পারে। উপকূলীয় অংশে ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করার সম্ভাবনা।

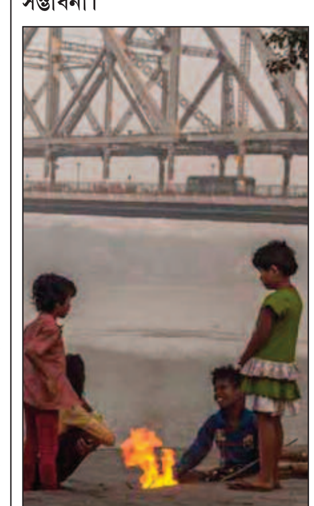

আবহাওয়াবিদদের স্পষ্ট ইঙ্গিত; আজকের পরের দু'-তিন দিনে দুই ডিগ্রি পর্যন্ত পারদ চড়তে পারে, তবুও ঠান্ডার আঁচ থাকবে তীক্ষ্ণই। তাই স্বস্তির উষ্ণতা ফেরার আশা করলে হতাশই হতে হবে রাজ্যবাসীকে। আজকের দিনে আকাশ থাকবে বেশিরভাগ জায়গায় পরিষ্কার। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড়ে ২৩ ডিগ্রির কাছাকাছি ঘুরবে, আর সর্বনিম্ন থাকবে প্রায় ১৩ ডিগ্রির ঘরে। সকালের দিকে কুয়াশার হালকা দাপট থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যমানতা স্বাভাবিক হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি আরও কটু। সেখানে ভোরবেলা ঘন কুয়াশা দৃশ্যমানতা নামিয়ে দেবে খানিকটা। দার্জিলিং-পার্বত্য এলাকায় কাঁটায় কাঁটায় ৪ থেকে ৬ ডিগ্রির মতো নেমে যেতে পারে তাপমাত্রা। নিচু সমতলের জেলাগুলিতেও ৯-১২ ডিগ্রির শীতল স্পর্শ বজায় থাকবে।

রবিবাসরীয় দুপুরে ভিক্টোরিয়ায় পর্যটকদের ঢল, রয়েছে কড়া নিরাপত্তা। *ছবি: অদিতি সাহা*

পশ্চিমবাংলাকে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ হতে দেব না: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তির্যক মন্তব্যে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি যাত্রাকে গুরুত্বহীন বলেই রবিবার উড়িয়ে দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, বিরোধী শিবিরের কর্মসূচি নিয়ে বিজেপির মাথাব্যথা নেই, বরং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্নই তাঁদের কাছে মুখ্য।

শমীক বলেন, যে কোনও রাজনৈতিক নেতার মত প্রকাশ এবং অবস্থান জানানোর সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে তিনি ব্যাখ্যা করেন পরিষ্কারকরণের প্রক্রিয়া হিসেবে। তাঁর কথায়, কারও মনে যদি কমিশনের পদক্ষেপ নিয়ে আপত্তি থাকে, তাহলে আইনি পথ খোলা রয়েছে; রাজধানীতে দেখা করা থেকে শুরু করে শীর্ষ আদালতে যাওয়া পর্যন্ত।

বিজেপি রাজ্য সভাপতির কটাক্ষ, ওঁর মিছিল করতে ইচ্ছে হলে করুন, পদযাত্রা হোক বা কবিতাপাঠ; সবই করার অধিকার আছে। কিন্তু দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করার অধিকার কারও নেই। তিনি আরও কড়া ভাষায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই রাজ্যকে কেউ অন্য রূপে গড়তে চাইলে তা বরদাস্ত করা হবে না। রাজনৈতিক মহলের মতে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লিমুখী কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যখন তৃণমূল চাপ তৈরির চেষ্টা করছে, তখন বিজেপির এই সুরে স্পষ্ট; তাঁরা সেই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে না দেখে জননিরাপত্তার প্রশ্নকেই সামনে রাখতে চায়।

সংখ্যালঘুদের বাঁচাতে পারেন একমাত্র মমতা, বিস্ফোরক সৌগত, পালটা আক্রমণে শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্য ঘিরে শুরু হল তীব্র রাজনৈতিক তরজা। এসআইআরের উত্তাল আবহের মধ্যেই তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় সরাসরি আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বাংলাদেশি মানুষের আস্থা নিয়েও দুঃসাহসী দাবি রাখলেন তিনি। প্রবীণ তৃণমূল সাংসদের তোপ, গিরিরাজ সিং একজন থার্ড ক্লাস মানুষ। ওঁর জন্যই ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে পড়ে আছে। এখানেই থেমে না থেকে সৌগতর সংযোজন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নন, বাংলাদেশের মানুষও তাঁকে ভরসা করেন। সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে পারবেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

তাঁর এই মন্তব্যে কার্যত রাজনৈতিক মহলে তোলপাড়। আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আস্থার এমন দাবি নিঃসন্দেহে জল্পনা ঘনীভূত করেছে।

এদিকে পাল্টা সুরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কটাক্ষের বাণ ছুড়লেন। ইতিহাসের অনুষঙ্গ টেনে তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, সৌগত রায় নাকি ক্ষমতালোভী প্রাচীন রাজনৈতিক চরিত্রদের মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করছেন। ইঙ্গিত পরিষ্কার; বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতিকে নিজেদের রাজনীতির ইন্ধন জোগানোর চেষ্টা চলছে। শমীকের অভিযোগ, সংখ্যালঘু নির্যাতনের মতো সংবেদনশীল ইস্যুকেও তৃণমূল নেতারা ভোটের সমীকরণে ব্যবহার করছেন।

একদিকে সৌগত রায়ের সরাসরি ব্যক্তিগত আক্রমণ, অন্যদিকে বিজেপি রাজ্য সভাপতির ইতিহাস ঘেঁষা কটাক্ষ; দুই পক্ষের বাক্যবাণে আগুন লেগেছে বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গনে। সংখ্যালঘু সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক প্রতিবেশী দেশের পরিস্থিতি এবং রাজ্য রাজনীতির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ; সব মিলিয়ে উত্তাপ চড়েছে শীতের মাঝেই।

তৃণমূল ভবনে প্রবেশে নতুন বিধি, কিউআর কোড স্ক্যান করলে খুলবে দরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য দপ্তরের প্রবেশপথে কড়াকড়ি আরও বাড়ল। এবার থেকে সাংবাদিকদের আর খাতায় নাম লেখালে হবে না; গেটে ঝুলছে কিউআর কোড, সেটি স্ক্যান করে অনলাইন ফর্ম পূরণ করলেই মিলবে প্রবেশাধিকার। পার্টি সূত্রের ব্যাখ্যা, নিরাপত্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রবেশ প্রক্রিয়াকে করা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিজিটাল। ভবনের মূল দরজায় ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে একাধিক কিউআর কোড। মোবাইলে স্ক্যান করলেই খুলে যাচ্ছে তথ্যভর্তি করার পৃষ্ঠা। সেখানে নাম, কর্মরত সংবাদমাধ্যম, বিট ও যোগাযোগ নম্বর উল্লেখ করলেই তৈরি হচ্ছে ডিজিটাল রেজিস্টার। এক তৃণমূল পদাধিকারীর কথায়, খাতা-কলমের দিন শেষ, এবার প্রবেশের দরজা খুলবে স্ক্যানেই। দলের দাবি, উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য দুই; দ্রুততা ও নজরদারি। আগের মতো ভিড়ের মাঝে ঢুকে পড়া বা ভুল পরিচয় দেওয়ার সুযোগ থাকবে না।

সম্পাদকীয়

ঢাকাকে চরম বার্তা মোদি সরকারের

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের উপর চলছে ধারাবাহিক অত্যাচার। বিপন্ন তাঁদের জীবন, জীবিকা ও সম্পত্তি। ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায় মহঃ ইউনূস প্রশাসন। আন্তর্জাতিক মহল বারংবার বলা সত্ত্বেও কোনও কথা তাদের কানে ঢোকেনি। এবার সে দেশের মাটিতে সংখ্যালঘু হিন্দু নিধন নিয়ে ঢাকাকে কড়া বার্তা দিল নয়াদিল্লি। সেই সঙ্গে বিরোধীদের তোলা নীরবতার অভিযোগও উড়িয়ে দিল মোদি সরকার। চলতি সপ্তাহেই নয়াদিল্লির বিদেশ মন্ত্রক এবার সরাসরি বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের কাছে এর জবাব চাইল। ইউনূস প্রশাসনকে পাঠানো এক বার্তায় বিদেশ মন্ত্রক বলেছে, রাজনৈতিক হিংসা কিংবা মিডিয়ার মনগড়া কথা বলে হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও হামলার দায় এড়িয়ে যাওয়া আর কতদিন চলবে? তথ্য তুলে ধরে বিদেশ মন্ত্রক বলেছে, গত ১৫ মাসে এই সরকারের আমলে সে দেশে হিন্দুদের উপর ২ হাজার ৯০০টি অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে। মন্ত্রকের মুখপাত্র বলছেন, হত্যা, গণপিটুনি, বাড়ি ভাঙচুর, জমি-বাড়ি দখল করা, আগুন লাগানো, শ্লীলতাহানি কোনওটাই বাকি নেই। ভারত সরকার বাংলাদেশে এই বাড়তে থাকা হামলা নিয়ে কঠোর পদক্ষেপে করল। প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, এই ধরনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। কিন্তু যথাযথ কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ভারত এই নিয়ে আগেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এখন ফের বাংলাদেশ সরকারকে জানানো হচ্ছে যে, এই প্রবণতা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার কূটনৈতিকভাবে বার্তা দেওয়া হয়েছে। আমরা অপেক্ষা করছি, নিশ্চয় এর সমাধান হবে। ভারত সরকার হুঁশিয়ারির সুরে বলেছে, মিডিয়ার অপপ্রচার, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বাংলাদেশ সরকারের এই সব যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে করে না নয়াদিল্লি। এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংয়ে এক হিন্দু যুবকের হত্যার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। শেষে ওই বার্তায় বলা হয়েছে, ভারত বাংলাদেশে অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হোক সেটাই চায়। কারণ, ওটাই একমাত্র সমাধান।

শব্দছক ২৭

রবি দাস

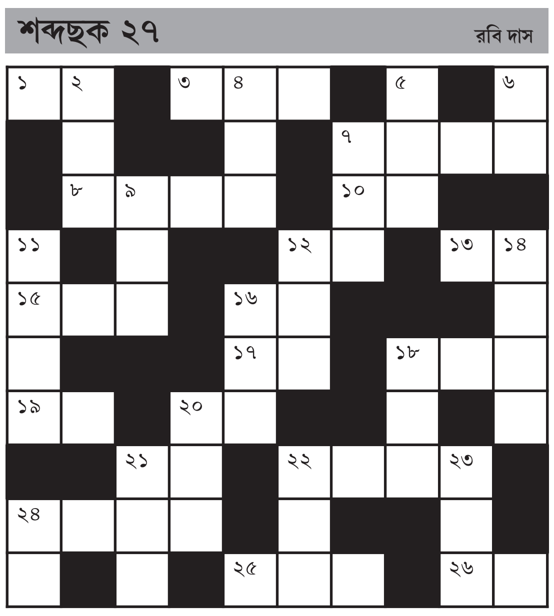

পাশাপাশি: ১. অমৃত ৩. লুক্কাইত করণ ৭. পৃথিবী ৮. ক্রমাগত অনুনয় ১০. রোষ ১২. মূল ১৩. বায়স ১৫. পদ্ম ১৬. মস্তক ১৭. কদম ১৮. গঙ্গা ১৯. যুদ্ধ ২০. শুয়োর ২১. সাজগোজ ২২. পরিতাপ ২৪. বিরতিহীন ২৫. সুন্দরী নারী ২৬. লাউ

ওপর-নিচ: ২. সাঁওতালি নৃত্যে ব্যবহৃত মাদল ৪. প্রসার ৫. মন্দ ৬. জল ৯. জ্যোৎস্না পানকারী পক্ষী ৯. তীক্ষ্ণধার ১১. প্রসার ১১. অতি প্রত্যুষ ১২. শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী ১৪. চড়ুই পাখি ১৬. বাহারি নৌকা ১৮. জামাই ২০. বদ স্বভাবের ২১. নদী ২২. আগুন ২৩. মেডেল ২৪. অপর

সমাধান ২৬ — পাশাপাশি: ১. বিনাশ ৩. খগোল ৫. রমা ৭. চেহারা ১১. শোনা ১২. বালুচর ১৪. ভালো ১৬. শাড়ি ১৯. শশী ২০. রথ ২২. যমালয় ২৩. ভীত ২৫. জনক ২৬. নটী ২৯. বাহবা ৩০. কাঙাল

ওপর-নিচ : ১. বিজ্ঞ ২. শর ৩. খরা ৪. লম্বা ৬. মামাবাড়ি ৮. হাজার ৯. চেনা ১০. শোভা ১১. শোকাতুর ১৩. চক্ষু ১৫. লোকায়িত ১৬. শালা ১৭. দেশী ১৮. ক্ষমা ১৯. শয়তান ২১. থর ২২. যবন ২৩. ভীড় ২৪. হাবা ২৫. জবা ২৭. টাকা ২৮. তাল

আজকের দিন

■ ১৯৪০ — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি লন্ডনে তাদের সবচেয়ে বিধ্বংসী বিমান হামলা চালায়।

■ ১৯৮৩ — সুনীল গাভাস্কার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অপরাজিত ২৩৬ রানের ইনিংস খেলে ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভেঙে ৩০তম সেঞ্চুরি করেন।

■ ২০১৩ — এফ১ চ্যাম্পিয়ন মাইকেল শুমাখার এক স্কিইং দুর্ঘটনায় মাথায় গুরুতর আঘাত পান, যার ফলে তিনি কোমায় চলে যান।

জন্মদিন

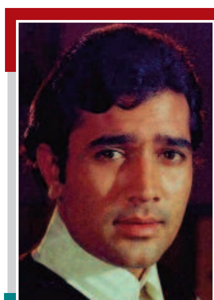

১৯৪২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজেশ খান্নার জন্মদিন।

১৯৫২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী যোগিতা বালির জন্মদিন।

১৯৭৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী টুইঙ্কল খান্নার জন্মদিন।

রাজেশ খান্না

মোহন ভাগবত

বিশ্ব হিন্দুত্বের প্রতীক

বঙ্গবাসীরা হিন্দুত্বের বার্তা বাহক

প্রদীপ মারিক

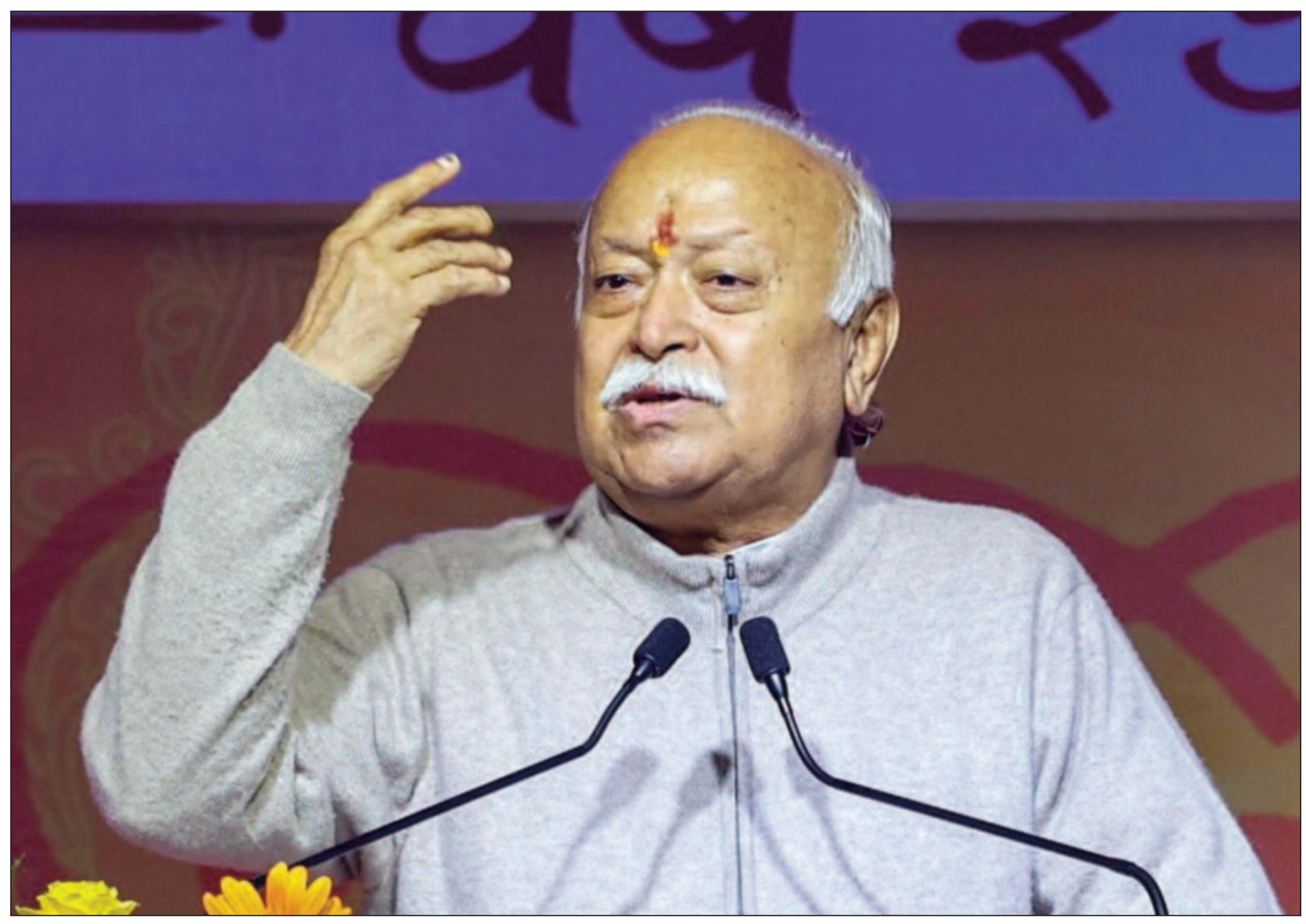

বঙ্গের অকুতোভয় লেখক থেকে স্বয়ংসেবক'রা হিন্দুত্বের প্রতীক। বঙ্গবাসী প্রকাশ্যে 'জয় শ্রী রাম' বলতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্রের মত হিন্দুত্বের প্রচারমুখী হতে চায় না বঙ্গবাসীরা, বলতে দ্বিধা নেই তার কারণ বঙ্গের আঞ্চলিক ক্ষমতাশীল শাসক দল। বঙ্গ বিজেপি হিন্দুত্বকে আঁকড়ে ধরলেও আর এস এস কর্মী সংগঠনের সঙ্গে কতটা থাকতে পারছে ! হিন্দুত্বের নিশান আর এস এস। আর এস এস এর প্রত্যেকটি বঙ্গ সদস্য হিন্দুত্বের হীরের কুচি। আর এস এস নিজেদের রক্ষা করতে জানে, বঙ্গ বিজেপির উচিত তাদের কে হিন্দুত্বের প্রচারের সুযোগ দেওয়া তা হলেই বঙ্গে হিন্দুত্বের ধ্বজা শুধু উঠবেই না আঞ্চলিক শাসক দলকে সরিয়ে মহারাষ্ট্রের মতোই বঙ্গ বিজেপি শাসক দল হয়ে উঠবে এই বাংলায়। হিন্দুত্ব হল একটা মেলবন্ধন। হিন্দুত্ব হল সাংস্কৃতিক, জাতীয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের একটি ধারণা। ভৌগোলিক ভিত্তিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় তথা বিশ্ব পরিচয়কে একত্রিত করে হিন্দুত্ব। মেরিয়াম-ওয়েবস্টারের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস অনুসারে, হিন্দুত্ব হল 'ভারতীয় সাংস্কৃতিক, জাতীয়তা এবং ধর্মীয় পরিচয়' এর সম্যক ধারণা।

বঙ্গ সফরে সঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত এর কথায়, 'ভারত মানে কোনও ভৌগোলিক সীমানা নয়। ভারত মানে একটি সংস্কৃতি। আরএসএস কোনও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলার উদ্দেশে তৈরি হয়নি। কোনও দল বা মতাদর্শের জন্যও নয়। হিন্দু সমাজের সার্বিক বিকাশই সঙ্ঘের লক্ষ্য।' তিনি বলেছেন আরএসএসকে বিজেপির সমার্থক ভাবা বা সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা একেবারেই ভুল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে মোহন ভাগবত বলেন, ১৮৫৭ র সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে নানা পর্যায়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে। কোথাও অস্ত্র হাতে, কোথাও সত্যাগ্রহের পথে। কেউ জেলে গিয়েছেন, কেউ চরকা কেটেছেন কেউ সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে স্বাধীনতা এনেছেন। রাজা রামমোহন রায় সেই ধারার প্রতিনিধি ছিলেন। অন্য দিকে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ সমাজের শিকড়ে, অর্থাৎ প্রাচীন রীতি সংস্কৃতি থেকে শিক্ষা নেওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন। এই সবই সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা হিসাবে দেখা যেতে পারে। তাঁর কথায়, 'সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সেই ভাবনাকেই বাস্তবায়িত করা। কোনও কিছু ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা বা কারও থেকে সুবিধা নেওয়াও সঙ্ঘের কাজ নয়।' তিনি আরো বলেন, সঙ্ঘ শুধুমাত্র একটি সেবামূলক সংগঠন।

হিন্দুত্ব শব্দটি ভৌগোলিকভাবে ভিত্তিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় পরিচয়কে সংঘটিত করে একজন সত্যিকারের ভারতীয়র পরিচয় বহন করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত মনে করেন, ভারতবর্ষের যতই সংকট আসুক না কেন ভারতাসীর চিন্তায় এবং চেতনায় 'সনাতন ধর্ম ' থাকায় কোন সঙ্কট ই ভারতকে ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই। তিনি এটাও মনে করেন ভারত কেবল একটি ভূমির টুকরো নয়, ভারত সনাতন, ভারত সনাতন ধর্মের সাথে রয়েছে। হিন্দু হওয়ার অর্থ হল বিশ্বের সবচেয়ে উদার ব্যক্তি হওয়া, যিনি সকলকে আলিঙ্গন করেন, সকলের প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেন কারণ হিন্দু ধর্মই হল ঈশ্বর সৃষ্টি। কোন মনুষ্য সৃষ্টি নয়। হিন্দুত্বের দিশারী মোহন ভগবৎ এলেন কলকাতায়। মোহন ভগবত রাজ্যের সমস্ত আরএসএস কর্মীর সাথে বৈঠকের পাশাপাশি মহিলা এবং পুরুষ প্রচারক (স্বেচ্ছাসেবক) সহ সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের সাথে বৈঠক করবেন। আর এস এস কর্মীরা খাকি হাফ প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট আর লাঠিখেলায় পারদর্শী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্যদের কথা উঠলেই এমন ছবি মনে আসে। কিন্তু কেন আরএসএস সদস্যদের লাঠিখেলা শেখানো হয়, তা নিয়ে এ বার বার বলেছেন মোহন ভাগবত। তিনি মনে করেন আর এস কর্মীরা জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং সদস্যদের সাহসী করে তোলার জন্যই লাঠিখেলা শেখানো হয় বলে মন্তব্য সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবতের। জনসমক্ষে লাঠি হাতে লড়াইয়ের জন্য ক্যাডারদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে এই প্রশিক্ষণ একজন সঙ্ঘ সদস্যকে সাহসী এবং কর্তব্যে অবিচল করে তোলে বলে মনে করছেন তিনি। মোহন ভাগবতের কথায়, 'যাঁরা লাঠিখেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন, সেই সদস্যরা বীর বৃত্তির অধিকারী হন। ভয়-ডর ছুঁতেও পারে না তাঁদের। যে কোনও পরিস্থিতিতে কর্তব্য অবিচল থাকেন তাঁরা। ধৈর্য, শক্তির পরিচায়ক হয়ে ওঠেন এই লাঠিখেলায় পারদর্শী স্বয়ংসেবকরা।'ইন্দোরে 'স্বর শতক মালওয়া' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন মোহন ভাগবত। তাঁর মতে, সঙ্ঘ সদস্যরা দেশভক্ত, দেশের ঐতিহ্যের রক্ষক। পাশাপাশি লাঠিখেলার মতো দেশের পুরোনো এবং ঐতিহ্যবাহী বিষয়টিকে বহন

হিন্দুত্ব শব্দটি ভৌগোলিকভাবে ভিত্তিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় পরিচয়কে সংঘটিত করে একজন সত্যিকারের ভারতীয়র পরিচয় বহন করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত মনে করেন, ভারতবর্ষের যতই সংকট আসুক না কেন ভারতাসীর চিন্তায় এবং চেতনায় 'সনাতন ধর্ম ' থাকায় কোন সঙ্কট ই ভারতকে ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই। তিনি এটাও মনে করেন ভারত কেবল একটি ভূমির টুকরো নয়, ভারত সনাতন, ভারত সনাতন ধর্মের সাথে রয়েছে। হিন্দু হওয়ার অর্থ হল বিশ্বের সবচেয়ে উদার ব্যক্তি হওয়া, যিনি সকলকে আলিঙ্গন করেন, সকলের প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেন কারণ হিন্দু ধর্মই হল ঈশ্বর সৃষ্টি। কোন মনুষ্য সৃষ্টি নয়।

করছেন এই স্বয়ংসেবকরা। একইসঙ্গে মোহন ভাগবতের কথায়, 'ভারতীয় সঙ্গীত নিয়মিত শুনলে একজন মানুষ জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা পান এবং সেখান থেকে অপার আনন্দ লাভ করেন। ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আমাদের সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঠ দেয়।'

হিন্দু হল সেই ব্যক্তি যিনি বংশপরম্পরায় শিক্ষাকে বিবাদের বীজ বপনের জন্য ব্যবহার করেন না , ভোগের জন্য সম্পদ ব্যবহার করেন না, কিন্তু নিজের জ্ঞানকে দাতব্যের জন্য এবং দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য শক্তি ব্যবহার করেন। আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের পাঁচটি মূল নীতিতে বিশ্বাসী । সামাজিক সম্প্রীতি, পরিবেশগত দায়িত্ব, পারিবারিক মূল্যবোধ, আত্ম-সচেতনতা এবং নাগরিক শৃঙ্খলা। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ঐতিহাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক রোমাঁ রোলাঁকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, যদি ভারতবর্ষ কে জানতে হয় তাহলে বিবেকানন্দ কে পড়তে হবে, যেখানে কোন কিছুই নীতিবাচক নেই সব কিছুই ইতিবাচক। বৈদিক জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি লাভ এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা। যে মানুষ কৃষ্ণের পরম স্বরূপ উপলব্ধি করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ভক্তিমূলক সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি পুরুষোত্তমের কৃপা লাভ করেন। ভগবান বললেন, 'শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ / গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ' অর্থাৎ বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনই এই জড় জগতে দেহের ঈশ্বর জীব এক শরীর থেকে অন্য শরীরে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলি নিয়ে যায়। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবতের বিশেষ মাহাত্ম্য স্বীকৃত। কথিত আছে যে গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি পুণ্য ফল লাভ করে ও তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। পাশাপাশি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান সময়ে প্রতিটি মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ। ভগবদ গীতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্য সমাজকে সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত করা। প্রতিটি মানুষই নানা কারণে দুঃখ ভোগ করছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য আমরা বুঝতেই পারি না কেন আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবত গীতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এতে জীবনের সার নিহিত রয়েছে। আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত মনে করেন ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই হিন্দু। তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বিশ্বে হিন্দুত্বই একমাত্র ধারণা যা সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলায় বিশ্বাসী।' মোহন ভাগবত বলেছেন, 'আমরা সেই ১৯২৫ সাল থেকেই বলে আসছি যে, ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেকেই হিন্দু। যারা ভারতকে তাদের 'মাতৃভূমি' বলে মনে করে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচতে চায় এবং ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস এবং আদর্শ যাই হোক না কেন, এই পথে এগোনোর চেষ্টা করেন, তারা সকলেই হিন্দু।' আরএসএস-এর মুসলিম শাখা, 'মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ' আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বললেন, 'সমস্ত ভারতীয়দের ডিএনএ একই এবং পূজা-আচ্চার ভিত্তিতে তাদের আলাদা করা যায় না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধারণাটিই বিভ্রান্তিকর। এখানে ঐক্যের কিছু নেই, কারণ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। এখানে হিন্দু বা মুসলমানের কোনও আধিপত্য থাকতে পারে না। শুধুমাত্র ভারতীয়দের আধিপত্য থাকতে পারে।' ওই অনুষ্ঠানে তিনি সংখ্যালঘুদের গণপিটুনির ঘটনারও নিন্দা করেছিলেন মোহন ভাগবত। তিনি জানিয়েছিলেন, যারা এই ধরনের হিংসায় জড়িত, তারা অহিন্দুত্ব বিরোধীদ। তিনি এও বললেন, যদি কোনও হিন্দু মনে করে যে ভারতে কোনও মুসলমানের বসবাস করা উচিত নয়, কোনো পক্ষপাত ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, কারণ হিন্দু ধর্মই পরধর্ম সহিষ্ণুতার বার্তা দেয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রে হিন্দুত্ববাদই হবে রাষ্ট্রের প্রতীক। মোহন ভাগবত বলেছেন, অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিনই ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে। তাঁর দাবি, রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিনটিকে এ বার থেকে প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী দিবস হিসেবে পালন করা হবে। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে। সেই উদ্বোধনের বর্ষপূর্তি উদযাপিত হয়েছে এ বছর ১১ জানুয়ারি। সঙ্ঘ প্রধান মনে করেন, হিন্দুদের আস্থার জোরেই রাম মন্দির নির্মাণের নির্দেশ মিলেছিল। তবে তিনি উল্লেখ করেন, গোটা বিশ্বকে এই মুহূর্তে বোঝানোর প্রয়োজন রয়েছে যে, ভারতে সব ধর্মের মধ্যে সদ্ভাব রয়েছে। সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রয়েছে। বহুত্ববাদে জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনে ক্রিসমাস উৎসব পালন করা হয়। কারণ আমরা হিন্দু।'

ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালসহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আর এস এসে অংশ গ্রহন করাকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন এতে দেশের কাজে সরকারি কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে, তিনি এও বলেন রামলালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্রোতের মত কর্মচারীরা বিজেপি ইউনিয়নে যুক্ত হচ্ছেন। কিন্তু বারুইপুর পোস্ট অফিসের কিছু উর্দ্ধতন কর্মচারী সাধারণ কর্মচারীর বিজেপি ইউনিয়নে যোগদান আঁটকে রেখেছে। যে কর্মচারীর প্রতি এমন আচরণ করা হচ্ছে তিনি আর এস এসের সঙ্গে যুক্ত এবং আর এস এস পত্রিকার নিয়মিত লেখক। মহুয়া উপাধ্যায় এই ঘটনা জানার পর ই আর এস এস সাংগঠনিক সভায় বিষয়টি উত্থাপিত করেছেন। এই আর এস এস কর্মী তথা হিন্দুত্বের প্রচারক নিয়মিত লেখক কে কেন বিজেপি ইউনিয়ন এ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না তা কি বঙ্গ বিজেপির লক্ষ্য রাখা উচিত নয় ! বিজেপির মাতৃশক্তি অকুতভয় মহুয়া উপাধ্যায় পাল যে কর্মচারীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন অকপটে, সেই আর এস কর্মী তথা হিন্দুত্বের প্রচারক লেখকের পাশে থাকা উচিত বঙ্গ বিজেপির। কারণ আর এস এস ই আনতে পারে বঙ্গের পরিবর্তন। বিরোধী দল থেকে ২০২৬ এ শাসক দলে আসতে গেলে বঙ্গ বিজেপির কেবল মাত্র স্বপ্ন দেখলে চলবে না, তা বাস্তবায়িত করতে হবে এবং তা সম্ভব আর এস কর্মীদের সক্রিয় অংশ গ্রহন। মহুয়া উপাধ্যায়, রেখা পাত্রের মত আকুতভয় মাতৃ শক্তিদের দরকার যারা আর এস এস এবং বিজেপির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন।

আরএসএস স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে যে সনাতনী এবং বেদান্তের উন্মেষ ঘটিয়েছিল সেই তরঙ্গ ভারতবাসীকে শুধু শক্তি যোগায় নি মোদির মত একজন নির্ভীক বিশ্ব নেতৃত্বকে সৃষ্টি করেছে, যিনি হিন্দুত্বের ইচ্ছা শক্তিকে শুধু ভারতবাসীকে নয় সমগ্র বিশ্বকে চিনিয়েছেন।

চর্চাবাসর ৭৪

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে ছিলেন লেখক, ক্রমে সহ-সম্পাদক, সম্পাদক। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে*কলকাতার*প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন। এর পর আয়কর অ্যাসেসর, ডেপুটি কালেক্টর, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটশ্হন। ২১ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন। '২৬-এ পা দেবেন শতবর্ষে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অবিভক্ত মেদিনীপুরের ৩৫টি আসনেই তৃণমূলকে শূন্য করার ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আগামী বিধানসভা নির্বাচনে অবিভক্ত মেদিনীপুরে তৃণমূলকে শূন্য করার হুংকার দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের বাকড়া বাজারে পরিবর্তন সংকল্প সভায় আগাগোড়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন তিনি। বিরোধী দলনেতা হুমায়ুন কবিরের ছেলে প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'পুলিশ পুরোটাই বেআইনি কাজ করেছে। পশ্চিমবাংলায় পুরোটাই পুলিশ রাজ চলছে। পিসি-ভাইপোর বিরুদ্ধে যে কথা বলবে তার পিছনেই পুলিশ লেলিয়ে দেবে। এই বিষয়টা হুমায়ুন কবিরই ভালোভাবে বলতে পারবে।' নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এর আগের ভোটে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছিল পূর্ব মেদিনীপুরকে বিজেপি মুক্ত করতে। কিন্তু তারাই পূর্ব মেদিনীপুর মুক্ত হয়ে যায়। আগামী ভোটে অবিভক্ত মেদিনীপুরে ৩৫টা আসনের ৩৫ টাতেই আমরা লিড দেব। পিসি-ভাইপোকে শূন্য করব।' শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পিসি পাড়ায় পাড়ায় যত আসবে, ততই ১০ হাজার করে ভোট আমাদের বাড়বে। আমি সবসময় মানুষকে সেবা দিয়ে আসছি। ওরা নতুন করে সেবা দিয়ে কিছু করতে পারবে না। আপনারা সেবাশ্রয়ে কেউ যাবেন না। একটা করে প্যারাসিটামল দিয়ে সবকিছু হয় না। ওরা হিন্দু কমানোর জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ ট্যাবলেট দিয়ে দিতে পারে। ওরা হিন্দু কমানোর জন্য কিছু করতে পারে না, এমন কোনও বিষয় নেই। তাই বলবো ওদের ট্যাবলেট কেউ খাবে না।'

মেয়ের ক্যানসারের চিকিৎসায় বউমা মুম্বইতে
এসআইআরের শুনানিতে না যেতে পারায় দুশ্চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এসআইআর শুনানি নিয়ে অতান্তারে তারকেশ্বরের সাহা পরিবার। আনম্যাপিংয়ের জেরে বাড়ির বউমার ডাক পড়েছে শুনানিতে। এদিকে মেয়ের ক্যানসারের চিকিৎসায় তিনি মুম্বইতে। ফলে যেতে পারছেন না শুনানিতে। এবার ভোটার তালিকায় তাঁর নাম থাকবে তো? তা নিয়েই চিন্তায় গোটা পরিবার। তারকেশ্বরের সাহাপুরের সাহা পরিবারের বউমা তপস্বিনী সাহা। আদতে তাঁর বাড়ি ওডিশায়। তারকেশ্বর পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপুর এলাকায় সাহা পরিবারে কুমারেশ সাহার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে সাড়ে চার বছর আগে। তারপর থেকে তিনি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ২৭০ নম্বর বুথের ভোটার। এদিকে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ম্যাপিং হয়নি তাঁর নাম। ডাক এসেছে শুনানিতে। অন্যদিকে, ক্যানসারের কারণে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাহা পরিবারের সাড়ে তিন বছরের নাতনি। সে কারণেই তপস্বিনী বর্তমানে সেখানেই রয়েছেন। এদিকে রবিবার শুনানিতে ডাকা হলেও তিনি যেতে পারছেন না। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, এ বিষয়ে প্রশাসনিকভাবেও কোনও সুরাহা হয়নি। উদ্বেগের সঙ্গেই শ্বশুর বলছেন, 'ওডিশায় তো এসআইআর হয়নি। সে কারণে ২০০২ সালের কোনও রেকর্ড পাচ্ছি না। বর্তমানের রেকর্ড দিয়ে এসআইআর ফর্ম জমা হলেও, আগের পাওয়া যায়নি। এখন ওকে হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে। কিন্তু ও তো মুম্বইতে রয়েছে।' অন্যদিকে, এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলছেন, 'এসআইআরের পদ্ধতিটাই সম্পূর্ণ ভুল। এত অল্প সময়ে এটা হয় না। হুগলি জেলাতেই ১ লক্ষের বেশি মানুষকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। কোথাও বাবার পদবির সঙ্গে অক্ষরে অমিল রয়েছে, নিজের নামে কোথাও আকার ওকারে সমস্যা রয়েছে। এসব দেখে ডাকা হচ্ছে। কিন্তু এপিক কার্ড বানিয়েছে কে? নির্বাচন কমিশনের এজেন্সি।'

বুথ দখল ও এজেন্টকে হেনস্তার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সরকারি কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বুথ দখল ও এজেন্টকে হেনস্তা করার অভিযোগ। বাম সমর্থিত স্টেট কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফে শাসক দল সমর্থিত সরকারি কর্মচারী সংগঠন স্টেট ফেডারেশনের সদস্যদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও শাসক দলের কর্মচারী সংগঠনের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

বালুরঘাট শহরের অভিযাত্রী স্কুলে রবিবার অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনটি ছিল ২০১৫ সালের পর সমবায় সমিতির প্রথম নির্বাচন। এই নির্বাচনে প্রায় ১৫০ জন সরকারি কর্মচারী ভোট দেওয়ার যোগ্য ছিলেন। বাম সমর্থিত স্টেট কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও শাসক দল অনুমোদিত স্টেট ফেডারেশন কমিটির পক্ষ থেকে ৯জন করে প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। স্টেট কো-অর্ডিনেশন কমিটির নির্বাচনী এজেন্ট প্রদীপ সাহার মতে, 'দুপুর প্রায় ১২টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ছিল। এর কিছুক্ষণ পরেই একদল বহিরাগত জোর করে ভোট কক্ষে প্রবেশ করে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় এবং অবাধে একাধিক ব্যালট পেপারে সিল মেরে ছাপ্পা ভোট দিতে শুরু করেন।' তিনি আরও দাবি করেন, 'বেশ কয়েকটি অব্যবহৃত ব্যালট ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় এবং বহিরাগতরা নির্দ্বিধায় ভোটকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যায়।' পাশাপাশি তিনি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, 'ভোটকেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও কর্মকর্তারা পুরো ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন।' যদিও সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন স্টেট ফেডারেশনের জেলা সভাপতি সঞ্জীব দত্ত এই অভিযোগ স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেন, নির্বাচনটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং যেকোনও অপ্রীতিকর ঘটনার দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, '২০১৫ সালের পর থেকে সমবায় সমিতিতে কোনও নির্বাচন হয়নি, ২০১৭ সালের পর কোনও নিরীক্ষা করা হয়নি এবং সদস্যরা বছরের পর বছর ধরে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। স্টেট ফেডারেশন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অনুরোধ করেছিল, যার ফলে সমবায়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারের জন্য কর্মচারীদের মধ্যে দৃশ্যমান উৎসাহ দেখা গিয়েছিল।'

কথাসাহিত্যে 'মুসলিম মানস' বিষয়ক পিএইচডি সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দেশ ও সমাজের মানোন্নয়নে উচ্চশিক্ষার আলো সমাজের তৃণমূল স্তরে পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি। সেই কাজটিই নীরবে নিভৃতে করে চলেছেন সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর স্বপনকুমার মণ্ডল। ইতিমধ্যেই তাঁর অধীনে ডঃ কার্তিক কুমার মণ্ডল, ডঃ বৈদ্যনাথ বাস্কের মতো প্রান্তিক সমাজ থেকে উঠে আসা কৃতীরা পিএইচডি সম্পন্ন করেন। এবারে আরও অজানা খনির পরশমণি উঠে এল। ১০ ডিসেম্বর সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তাঁর অধীনে গবেষক বিকাশ কালিন্দীর পিএইচডি গবেষণা কর্মের চূড়ান্ত পরীক্ষা সুসম্পন্ন হয়। বিকাশ সমাজের নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা বিরল প্রতিভা। ডোম সমাজের মধ্যে থেকে তাঁর উত্তরণ স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা জগতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর গবেষণার বিষয় 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে মুসলিম মানস'। দিন দিন যেভাবে বাংলা বিভাগ নতুন নতুন গবেষণা সুসম্পন্ন করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অর্জন করে চলেছে, সেখানে গবেষক বিকাশ কালিন্দীর গবেষণা অভিসন্ধর্ভটি তীব্র আবেদনক্ষম ও অভিনব সংযোজন। অনুপম তথ্য এবং অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কথাসাহিত্যে মুসলিম মানসের দিকটি তুলে ধরে গবেষক বহু অনালোকিত বিষয়ের পরিচয় দিয়েছেন। একজন গবেষকের গবেষণা কর্মটি তখনই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে যখন তাঁর তত্ত্বাবধায়ক নিরন্তর গবেষণার বিষয় সম্পর্কে সুনির্দেশনা ও অভিমুখটি সুনিপুণভাবে তৈরি করে দেন। সেক্ষেত্রে গবেষকের পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আপনাতেই সামনে চলে আসে। এক কথায় বিকাশ কালিন্দীর গবেষণাকর্মটি বাংলা সাহিত্যের এক নতুন পথের সন্ধান দেবে বলে আশা করা যায়। পরীক্ষা সুসম্পন্নের পর তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর স্বপন কুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, 'বিকাশ কালিন্দী তার গবেষণা যেভাবে উৎকর্ষ পৌঁছে গিয়েছে, তার জন্য আমি গর্বিত। বাংলা সাহিত্যের তিন মহারথীর কথাসাহিত্যে মুসলিম মানসের মতো স্পর্শকাতর সংবেদনশীল অথচ অভিনব বিষয় যেভাবে সুলুকসন্ধানের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে গবেষণায় অসামান্য সফলতা লাভ করেছে, তা আপনাতেই বাংলা গবেষণার অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, বিকাশের গবেষণা বাংলা গবেষণার ধারায় নবদিগন্তের দিশারি হয়ে উঠবে। এজন্য সে আমাকেও গর্বিত করেছে।' চূড়ান্ত পরীক্ষার বহির্পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর সুজিত কুমার পাল। বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং ১-এর ৩০৮ সংখ্যক কক্ষে ছাত্রছাত্রী-গবেষক ও অধ্যাপকদের উপচে পড়া ভিড়ে বিকাশ কালিন্দীর গবেষণার সাফল্য নতুন আলোর হাতছানি বয়ে আনে। অন্যদিকে, পুরুলিয়ার রুক্ষ-শুষ্ক মাটি সংলগ্ন ছেলেটি অবশেষে স্বপ্নের জাদুকাঠিটি ছুঁয়ে দেখলেন জীবনে অসাধ্য সাধনও সম্ভব। ভেবেছিলেন দারিদ্রের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করে বেশিদূর এগোতে পারবেন না। সমাজের একেবারে প্রান্তিক সীমা থেকে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন তাঁকে কখনও হাতছানি দেয়নি। অথচ তাঁর একাগ্রতা ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়েরই এম এ ক্লাসের ছাত্রটি যেভাবে প্রান্তিক সমাজ থেকে উঠে এসে ডক্টরেট সম্পন্ন করলেন, তা দেশের অসংখ্য প্রান্তিক ও হতদরিদ্র ঘরের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও প্রেরণা হয়ে উঠবেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

চন্দননগর বইমেলায় স্বপন দত্তর বাউল গানে রাসবিহারী বসুর অবদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বই মেলা শুরু হয়েছে জেলায় জেলায়। তেমনই হুগলি জেলায় চন্দননগর বই মেলা চলছে। অসংখ্য বইয়ের স্টল বসেছে, বিভিন্ন রকমের বইয়ের সাজে স্টলগুলি সাজিয়েছে প্রকাশকরা। চন্দননগর রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আমন্ত্রণে ছুটে গেলেন চন্দননগর বই মেলায় ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আশির্বাদধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল চন্দননগরের বই মেলায় ঘুরে ঘুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরত্বপুর্ণ অবদানের কথা নিজে গান লিখে সুর করে বাউল গানের মাধ্যমে বই মেলা প্রাঙ্গণে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেন। স্বপন বাউল গানে বক্তব্যে বলেন, রাসবিহারী বসু একজন গুরত্বপূর্ণ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী, সংগঠক এবং জননেতা। যিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, '১৯৪২ সালে ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে আইএনএ আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। গদর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন ও তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে তুলে দেন।' স্বপন বাউল গানে গানে আরও বলেন, 'দিল্লি লাহোর ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। ব্রিটিশদের তাড়া খেয়ে জাপানে চলে গিয়ে নাগরিকত্ব পেয়ে সেখানে তিনি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাসীদের জন্য একজন আইকন হয়ে ওঠেন এবং জাপান থেকে উচ্চ সম্মান অর্জন করেন।' এর পাশাপাশি 'বই কিনুন, বই পড়ুন, জ্ঞান অর্জন করুন, বিবেক চেতন হবে।' এই সচেতনতার বার্তা বাউল গানে মেলায় আগত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেন তিনি। সারা বই মেলা মাঠ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রচলিত, আধ্যাত্মিক, বাউল গানে মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তোলেন। গানে গানে তিনি বলেন, 'জাত-পাত-ধর্ম বলে কিছুই নেই। মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। জাত-পাত ভুলে সবসময় মানুষের সঙ্গে মানুষের পাশে, বন্ধু হয়ে দাঁড়াতে হবে। কেউ কোথাও শান্তি ভঙ্গ করবেন না। সুস্থ সুরক্ষিত শান্তি সম্প্রীতিময় সমাজ দেশ ও পৃথিবী গড়ে তুলুন।' রাসবিহারী বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর অধিকর্তা কল্যাণ চক্রবর্তী সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মানিত করেন এবং চন্দননগর বই মেলা কমিটি তাঁকে স্মারক দিয়ে সম্মানিত করেন।

দীপু দাস হত্যার আঁচ সীমান্তেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাংলাদেশের সংখ্যালঘু যুবক দীপু দাসের হত্যার প্রতিবাদে আঁচ এবার এদেশের সীমান্তেও। বাংলাদেশে দীপু হত্যার প্রতিবাদে বসিরহাটের সীমান্ত রোড অবরোধ করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপু দাসকে নৃশংসভাবে খুনের প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাটের সীমান্ত স্বরূপনগরে রবিবার বঙ্গীয় সনাতনী হিন্দু রক্ষা সমিতি উদ্যোগে মালঙ্গ পাড়া ফুটবল মাঠ থেকে স্বরূপনগর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। স্বরূপনগর বাসস্ট্যান্ডে মিছিল শেষে বঙ্গীয় সনাতনী হিন্দু রক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে বসিরহাট স্বরূপনগর রোড অবরোধ করা হয়। যদিও পরে তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেও ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বঙ্গীয় সনাতনী হিন্দু রক্ষা সমিতির নেতারা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে দীপু হত্যার দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

তিন পুরুষ ধরে ছেলের বিয়ে দেখতে পান না পিতা
নিয়তির খেল নাকি অভিশাপ, ধন্দে পরিবার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: নিয়তির একি খেলা, তিন পুরুষ ধরে তাঁদের ছেলের বিবাহের অনুষ্ঠান দেখতে পান না পিতা। এ অভিশাপ নাকি নিয়তির খেলা তা নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, ভাতারের ভাটাকুল গ্রামের বাসিন্দা পীযূষ মণ্ডল। শুক্রবার ভাতারের ঊষা এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যান। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

পীযূষ মণ্ডলের দাদু বহু আশা করেছিলেন, তাঁর ছেলে অনন্ত মণ্ডলের মহাধুমধামে বিয়ে দিয়ে যাবেন। সেই ইচ্ছা ওনার পূরণ হয়নি। অনন্ত মণ্ডল তাঁর মায়ের কাছে শুনেছিলেন তাঁর বাবার এই ইচ্ছার কথা। তিনিও তাঁর ছেলে পীযুষ মণ্ডলের বিয়ে মহা ধুমধামে দেবেন বলে ঠিক করেন এবং বাবার ইচ্ছা পূরণ হবে এটা তিনি ভাবেন। কিন্তু নিয়তির কী খেলা! বিয়ের ঠিক কিছুদিন আগে মারা যান অনন্ত মণ্ডল। তাঁর ছেলে পীযুষ মণ্ডল তাঁর মা এবং দাদুর কাছে বাবার কথা শোনেন। তিনিও দাদু ও বাবার ইচ্ছে পূরণের জন্য তাঁর ছেলের বিয়ে মহা ধুমধামে দেবেন ঠিক করেন। তার ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছে ভাতারের ঝাড়ুল গ্রামে। আর মাত্র একমাস পরই তার ছেলের বিয়ে। তাই শুক্রবার তিনি গিয়েছিলেন নিমন্ত্রণ করতে। কিন্তু নিয়তির কি খেলা! বাড়ি ফেরার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। ছেলের বিয়ে আর দেখা হল না তাঁর। বাস্তব হলেও এক করুণ কাহিনী ঘটে গেল ভাতারের ভাটাকুল গ্রামে। যা নিয়ে পরিবারের লোক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তোরজোর চলছিল বিয়ের অনুষ্ঠানের। কিন্তু তা একেবারে ফিকে হয়ে যায়। তবে তিন পুরুষের ক্ষেত্রে যে রকম ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনা আগামীতে আবার ঘটবে না তো? সেই নিয়ে চিন্তা বেড়েছে পরিবারের লোকজনের।

বছরের শেষ রবিবারে টাকি পর্যটন কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড়

সুমন তালুকদার

টাকি: ২০২৫-এর শেষ রবিবারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের টাকি পর্যটন কেন্দ্রে উপছে পড়া ভিড়। পর্যটন মানচিত্রে টাকি বিশেষভাবে পরিচিত। শীতের রোদ গায়ে মেখে ওপারে বাংলাদেশের ছবি চোখে নিয়ে ইছামতি নদীতে নৌকো ভ্রমণ এক অপূর্ব অনুভূতি। এছাড়াও টাকির মিনি সুন্দরবনে আসলেই টাকির বিখ্যাত খেজুরের রস, পাটালি আর গামছা, যা পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু। সুন্দরবনের মধ্যে মিনি সুন্দরবন-সহ সার্বিক অনুভূতি নিতে বছরের শেষ রবিবারে টাকিতে পর্যটকদের ঢল নামলো।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বরাবরই ভ্রমণপিপাসু মানুষের জন্য বাড়তি আকর্ষণ। ইছামতি নদীর ওপারে বাংলাদেশ সঙ্গে সুন্দরবনের মধ্যে একটি মিনি সুন্দরবনের মাটির গন্ধ ম্যানগ্রোভ, সুন্দরী, গড়ান, কেওড়া, হেতাল, কোকো, কাকুলির আওয়াজে মন মুগ্ধ হয়ে যায় পর্যটকদের। তাই একদিকে সুন্দরবনের যেতে না পারার আক্ষেপে মিনি সুন্দরবনের আসা, পাশাপাশি টাকির পাটালি, নলেন গুড়ের সন্দেশ, খেজুরের রস কিনে নিয়ে যাওয়া বাড়ির জন্য। যা বাড়তি আকর্ষণ মিনি সুন্দরবনের। একদিকে খেজুর গাছে ভাঁড় বাঁধা, সেই রস খেয়ে মন ভরে ওঠে পর্যটকদের। অন্যদিকে, সেলফি তোলার হিড়িক। ২০২৫ এর শেষ রবিবার সারাদিন আনন্দ উৎসব হইহুল্লোড়, ভুরিভোজের মধ্যে কাটাতে চাইছে বাঙালিরা। আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপর সকলের থেকে বিদায় নেবে ২০২৫ সাল। আপামর বাঙালি প্রস্তুত ২০২৬ সালের স্বাগত জানানোর জন্য। তার মধ্যেই শেষ রবিবার উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের টাকি পর্যটন কেন্দ্রে আনন্দ উপভোগ করতে উপচে পড়া ভিড় ছিল চখে পড়ার মতো। সব মিলিয়ে বছরের শেষ রবিবারে জমজমাট টাকির পর্যটন কেন্দ্র।

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড
CIN : L40200WB1968PLC224116
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১ ০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
ইমেল : sclinvestors@somanyceramics.com/ corporateaffairs@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট : www.somanyceramics.com

নোটিশ

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড-এর ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তির জন্য ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৫ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে প্রত্যাখ্যাত এবং লজারের কাছে ফেরত পাঠানো প্রকৃত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধগুলি, ত্রুটিগুলি সংশোধন করে পুনরায় লজ করা যেতে পারে, ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ এর মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রা লি, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ০৩৩ ২২৪৮-২২৪৮/২২৪৩-৫০২৯ অথবা ই-মেইল mdpldc@yahoo.com এর সাথে। আরটিএ কর্তৃক সমস্ত নথিপত্র যথাযথভাবে পাওয়া গেলেই কেবল স্থানান্তরিত শেয়ার ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে। নথিভুক্তির জন্য একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং ট্রান্সফারের জন্য নথিপত্র জমা দেওয়ার সময় তার ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল) এবং ট্রান্সফার ডকুমেন্ট এবং শেয়ার সার্টিফিকেট আরটিএ-এর নিকট প্রদান করতে হবে।

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
(অনুজ কালিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫
স্থান : নয়ডা

SBI
এসবিআই, আরএসিপিসি, চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)
রোহরা প্লাজা, ১ম ফ্লোর, পৌর বাস স্ট্যান্ড, জে.সি. ঘোষ সরণি,চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১
পঃবঃ, ই-মেইল: sbi.64153@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং ৩৭১৪৫৫৪৯৩৯৪ (এইচবিএল), ৩৮৫৩৫৭১২৯৭৪ (টপ আপ), ৩৮০৮৭৭৩৫০৭৯ (টপ-আপ) এবং ৩৭১৪৫৫৯০৬৬৯ (সুরক্ষা)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **২২.১০.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা: **শ্রী জয়ন্ত কুমার কাহালী, পিতা - মৃত বিনয় বিকাশ কাহালী এবং সহ-ঋণগ্রহীতা- শ্রীমতী উজ্জ্বলা কাহালী, স্বামী - শ্রী জয়ন্ত কুমার কাহালী, ঠিকানা- ৫৯, সুকান্ত নগর, পোঃ- অ্যাঙ্গাস, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২২২১** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৮,১৭,৯৯৮.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ সতেরো হাজার নয়শত আটানব্বই টাকা মাত্র) ২১.১০.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তৎসহ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা সহ- ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে এবং/বা সহ- ঋণগ্রহীতা কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **১৮,১৭,৯৯৮.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ সতেরো হাজার নয়শত আটানব্বই টাকা মাত্র) ২১.১০.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তৎসহ সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, চুঁচুড়া** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা সহ-ঋণগ্রহীতা -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা প্রায় **০২ কাঠা ৩৯ বর্গফুট** (টাইটেল ডিড নং- ২২৪০/১২ অনুযায়ী) এবং **০১ কাঠা ০২ ছটাক ২৪ বর্গফুট** (টাইটেল ডিড নং- ১৮২৫/১৬ অনুযায়ী) পরিমাপের বাস্তু জমি এবং তার ওপর স্থিত কাঠামো; যা মৌজা - গৌরহাটি চাঁপদানি, জে.এল. নং- ২১, আর.এস. দাগ নং- ১১৩, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৩৩ (যা এল.আর. দাগ নং- ২২৮/৭১৩১ এবং এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৮৯০-এর সাথে সংগতিপূর্ণ), মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং- ৫৯, সুকান্তনগর, চাঁপদানি পৌরসভার অধীনে, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী-তে অবস্থিত। **উক্ত সম্পত্তিটি শ্রী জয়ন্ত কুমার কাহালী, পিতা - মৃত বিনয় বিকাশ কাহালীর নামে নথিভুক্ত রয়েছে।**

তারিখ: ২৬.১২.২০২৫
স্থান: চুঁচুড়া, হুগলী
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা
L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ		তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
			তারিখ	বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	
H172992708 21110129, H172993108 21033958, KOLHL2000 0040	1. মেসার্স ওমনিভেরা লার্নিং সল্যুশন্স প্রাঃ লিঃ (ইহার ডিরেক্টর সৌরভ জে সরকার মাধ্যমে) – ঋণগ্রহীতা 2. শ্রী সৌরভ জে সরকার – সহ–ঋণগ্রহীতা 3. রীনা জিয়ানদানি সরকার – সহ–ঋণগ্রহীতা 4. মেসার্স কর্মযোগ ফর টুয়েন্টি ফার্ষ্ট সেঞ্চুরী ফাউণ্ডেশন (ইহার প্রেসিডেন্ট সৌরভ জে সরকার মাধ্যমে) – সহ–ঋণগ্রহীতা	সূচী – 1 মৌজা মহিষা বাথানে অবস্থিত আনন্দ ভবন নামক একটি ভবনের নিচতলায় (দক্ষিণ–পূর্ব অংশে) অবস্থিত একটি ফ্ল্যাটের প্রায় 1969 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) জমির সম্পূর্ণ অংশ, সেই সাথে উক্ত জমির আনুপাতিক, অবিভক্ত, ন্যায্য এবং হস্তান্তরযোগ্য অংশ এবং মালিকানা, যা প্রায় 6 কাঠা, 13 ছটাক এবং 36 বর্গফুট পরিমাপের একটি প্লটে অবস্থিত এবং নির্মিত, যা বিধাননগর পৌরসভার 14 নং ওয়ার্ড পৌরসভার আওতাধীন আর.এস. দাগ নং 232, আর.এস. খতিয়ান নং 142, সি.এস. খতিয়ান নং 142/123, আর.এস. কৃষি খতিয়ান নং 257, এল.আর. ফাহাতান নং 562 এবং এস.এফ.7, জে. এল. নং 18, আর. এস. নং 2BZ, তৌজি নং 169 এর অংশ, যা থানা – বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি) জেলা উত্তর 24 পরগনা এবং বিধাননগর পৌরসভার সীমার মধ্যে অবস্থিত।	10.03.2025	04/03/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ2,64,90,711.27/- (দু' কোটি চৌষট্টি লাখ নব্বই হাজার সাতশো এগারো টাকা এবং সাতাশ পয়সা)	বাস্তবিক দখল 14.12.2025

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 29.12.2025
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রয়ে কাটমানি, কৃষকদের গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে গেলেই কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা। আবার কারোর কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে ১০০ টাকা। এই পরিস্থিতিতেই অসন্তোষ ছড়িয়েছে চাঁচলের একাংশ ধান চাষিদের মধ্যে। চাঁচল কৃষক বাজারে এক ধান ক্রয় মহিলা আধিকারিকের বিরুদ্ধেই বিস্তর অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন বেশ কিছু কৃষকেরা। শুধু তাই নয়, এই টাকা নেওয়ার বিস্তর অভযোগ তুলেছেন তৃণমূল পরিচালিত চাঁচল ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের স্বামী সাজির আলিও। রবিবার বিষয়টি সামনে আসতেই রীতিমতো একাংশ কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়। সোমবার পুরো বিষয়টি নিয়ে চাঁচল মহকুমা শাসককে অভিযোগ জানানোর কথা বলেছেন ওই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী ও একাংশ কৃষকেরা। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পালটা দাবি করেছেন চাঁচল কৃষক বাজারের ধান ক্রয় আধিকারিক কুসুম খাতুন।

উল্লেখ্য, চলতি মরশুমে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্যুইন্টাল পিছু ২৩৬৯ টাকা করে ধান কেনার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষকদের অনুমতি কার্ড নথিভুক্ত করতে হবে বিভিন্ন কৃষি মান্ডিগুলিতে। আর সেখানেই এই টাকা চাওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছেন একাংশ চাষিরা। চাঁচলের খ রবা এলাকার ধান চাষি মইনুদ্দিন শেখ, মিরাজুল শেখদের অভিযোগ, 'ধান বিক্রির কার্ড করানোর নামে এখানকার এক আধিকারিক কখনও ৫০০ টাকা আবার কখনও ১০০ টাকা চাইছে। আমরা সেই টাকা কেন দেব, তার কৈফত দিতে পারছেন না। টাকা না দিলে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। এব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হবে।' চাঁচল ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ নীলিমা খাতুনের স্বামী সাজির আলি নিজের জমিতে উৎপাদিত ধান বিক্রির কার্ড করতে এসেছিলেন সংশ্লিষ্ট ক্রয় কেন্দ্রে। কার্ড করিয়ে দেওয়ার নামে ১০০ টাকা করে চাই বলে জানান ওই অফিসার কুসুম খাতুন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, যাদের অনলাইনে কার্ড করা থাকছে, ধান বিক্রির সময় কৃষক প্রতি ৫০০ টাকা কাটমানি নেওয়া হচ্ছে। এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই চাঁচল কৃষক বাজারের ধান ক্রয় আধিকারিক কুসুম খাতুন জানিয়েছেন, 'এরকম অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। টাকা চাওয়ার কোনও প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না।' চাঁচলের মহকুমা শাসক ঋত্বিক হাজরা জানিয়েছেন, 'বিষয়টি জানা নেই। যদি অভিযোগ হয় অবশ্যই সেটি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

এবারে নিশ্চিত বাংলায় তৃণমূল সরকারের পতন হবে: মিঠুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও আরামবাগের মাটিতে বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী জনসভা করলেন। আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়ায় মিঠুনের জনসভা ঘিরে জনস্রোত। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন পুরশুড়া বিধানসভার অন্তর্গত আটঘড়াতে পরিবর্তন সংকল্প জনসভায় সামিল হন তিনি। সভা মঞ্চ থেকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মিঠুন বলেন, 'এবারে নিশ্চিত এই তৃণমূল সরকারের পতন হবেই।' তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দেব না। যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই একটা প্রশ্ন করেছে, দাদা পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হয়ে যাবে না তো? আমি তাঁদের বলেছি, না। কখনও হতে দেব না। রাজ্যে এই বার বিজেপিকে জেতালে কোনও দিন বাংলাদেশ হবে না। পশ্চিমবঙ্গে মায়ের গান গাইতে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে। অথচ মায়ের পায়ের নিচে স্বর্গ। হিন্দুদের মারতে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।' নাম না করে তিনি তৃণমূলের দিকে ইঙ্গিত করেন করে বলেন, 'বাংলাদেশের প্রতি এত ভালোবাসা কেন? এই বলে প্রশ্ন তোলেন তিনি। মিঠুন আরও বলেন, 'যদি সনাতনী হিন্দুরা এক হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ কোনও দিন বাংলাদেশ হবে না। বিজেপি ভারতীয় মুসলিমদের বিপক্ষে নয়। কিন্তু ভারতে থেকে যারা ভারতের ক্ষতি চায়, তাদের বিপক্ষে বিজেপি। হিন্দুদের খেলা তো দেখে নি। যেদিন দেখবে সেদিন বুঝবে।' সিনেমার কায়দায় ডায়লগ দিয়ে বলেন, 'এক সাথে ভোট করুন, এই সরকারের পতন ঘটান।' সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'সমস্ত রাজনৈতিক দলের হিন্দুরা সবাই মিলে এই সরকারের পতন ঘটান।' লক্ষ্মীভাণ্ডার প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, 'আপনারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিন, কিন্তু আপনার শিক্ষিত ছেলেটা বেকার। কি লাভ? ভেবে দেখবেন। এবার নিশ্চিত, এই সরকারের পতন হবে।' তৃণমূল সরকারের পতন ঘটানোর জন্য বিজেপির সমস্ত কর্মী নেতাদের এক সঙ্গে লড়াই করার বার্তা দেন।

মেসি-কাণ্ড নিয়ে অরূপ বিশ্বাসকে কটাক্ষ সেলিমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড়ে দলীয় কর্মী সভায় যোগ দিয়ে অরূপ বিশ্বাসকে বেনজির আক্রমণ করলেন সিপিআইএম নেতা মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 'অরূপকে প্রমোট করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কারণ, পার্থর থেকে টাকা রোজগারে এগিয়ে অরূপ। ওকে ক্রীড়া মন্ত্রী থেকে শিক্ষা মন্ত্রী করা উচিৎ। ও ক্রীড়া বানান জানে না। তৃণমূল থাকবে আর দুর্নীতি হবে না এটা সম্ভব?' মেসি-কাণ্ড নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক বলেন, 'মেসি হোক বা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি কিংবা ১০০ দিনের কাজ, তৃণমূলের হাতে পড়লেই তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।' সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'তৃণমূলকে আর কোনওভাবেই জায়গা দেওয়া যাবে না। তাদের ফাঁদে পা দিলেই ক্ষতি অনিবার্য।' সেলিমের অভিযোগ, 'তৃণমূল আসলে মেসি বা খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য কিছু করছে না। বরং মেসির নাম ব্যবহার করে কালো টাকা সাদা করার ছক কষা হচ্ছে। খেলাধুলা এখানে উন্নয়নের হাতিয়ার নয়। লুটের ঢাল মাত্র।' এদিন তিনি ব্রাত্য বসুকে কটাক্ষ করে 'বৃত্ত বসু' বলে কটাক্ষ করেন। কাজ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর কটাক্ষ, 'পার্থ চট্টোপাধ্যায় যদি দুর্নীতির উদাহরণ হন, তবে অরূপ বিশ্বাস সেই রাস্তা আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন।' মহম্মদ সেলিমের আরও দাবি, 'তৃণমূল, বিজেপির যোগসাজশে জেলা থেকে রাজ্য সব স্তরের ক্রীড়া সংগঠন দখল করে নিয়েছে। এর ফলেই বাংলার খেলাধুলা আজ ধ্বংসের মুখে। মাঠে খেলা নেই, আছে শুধু কমিটি, পদ আর টাকার হিসেব। মুখ্যমন্ত্রী নিজের আত্মীয়-স্বজনদের একের পর এক কমিটিতে বসিয়ে উপার্জনের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন। খেলাধুলা হোক বা সামাজিক উন্নয়ন সবকিছুর আড়ালে চলছে টাকা তোলার খেলা। আর তারই মাসুল দিচ্ছে বাংলা।' এদিন তিনি কাঁকসায় সারা ভারত ক্ষেতমজুর ও গ্রামীণ সম্মেলনের তৃতীয় রাজ্যে সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন এই বরিষ্ঠ বাম নেতা। প্রথমে কাঁকসা হাট তলা থেকে একটি পদযাত্রা করেন। সেই পদযাত্রা পানাগড় বাজারে পৌঁছানোর পর পানাগড়ের পুরাতন কাঁকসা রোডে সভায় যোগ দেন মহম্মদ সেলিম। বাম কর্মীরা জানিয়েছেন, রবিবার থেকে শুরু হয় এই কর্মসূচি। চলবে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত।

দুর্গাপুরে কংগ্রেসের ১৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রবিবার ২৮ ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। এই উপলক্ষে রবিবার সকাল ১১টায় ইন্দিরা রাজীব মঞ্চের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তিন নম্বর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি অশোক শাসমল, ইন্দিরা রাজীব মঞ্চের সভাপতি পিনাকী রঞ্জন মিত্র, এবিবি ওয়াটসম্যান ইউনিয়নের কনট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের সেক্রেটারি সুশোভন কোনার-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কংগ্রেস কর্মীরা। এদিন কংগ্রেসের ঐতিহ্য, স্বাধীনতা আন্দোলনে দলের ভূমিকা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার বার্তা তুলে ধরা হয়। বক্তারা বলেন, দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষায় কংগ্রেস দল আগামীতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ফের খনি অঞ্চল অন্ডালে ধস, আতঙ্কে ঘর ছাড়ছেন বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: খনি অঞ্চল অন্ডালের খাস কাজোড়া এলাকায় ধস একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত বর্ষাকালেই খনি অঞ্চলে ধসের ঘটনা সামনে আসে। কিন্তু অন্ডালের খাস কাজোড়া এলাকায় ধসের ঘটনা যেন পিছু ছাড়ছে না স্থানীয়দের। এক সপ্তাহ আগেই এই খাস কাজোড়া এলাকায় একটি ধসের ঘটনা ঘটে, সেই মুহূর্তেই সেই আধিকারিক এবং স্থানীয় শাসকদলের লোকজন এসে ধস কবলিত এলাকার মাটি দিয়ে ভরাট করে সেই মুহূর্তে রক্ষা পায় স্থানীয়রা। কিন্তু আবার দিন না যেতে যেতেই পূর্বের ধসকবলিত এলাকা থেকে জনবসতির মাত্র ৫০ থেকে ১০০ মিটার দূরে বিশাল আকার জুড়ে ধসের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। রবিবার কাক ভোরে স্থানীয়রা লক্ষ্য করেন এর আগে থেকে মাত্র ৫০ থেকে ১০০ মিটার দূরে বিশাল আকার জুড়ে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর যার স্থানীয় ইসিএল আধিকারিকদের কাছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে ঘর ছাড়তে শুরু করেছেন। ধসের কবলে পড়েছে স্থানীয় চাষিদের বিশাল আকার জুড়ে চাষের মাঠ। ঘটনাস্থলে পৌঁছান খাস কাজোড়া কোলিয়ারির ম্যানেজার প্রভাকর কুমার পাশওয়ান। তিনি জানান, এই এলাকায় বহু পুরনো খনি ছিল, আর সেই খনির গভীরতা খুব একটা বেশি ছিল না বলেই মনে হয়। আর সেই কারণেই আজকের এই সমস্যা। তিনি বলেন, স্থানীয় লোকেদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা চলছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান তৃণমূল নেতা বিষ্ণুদেব ননিয়া। তিনি বলেন, 'একমাত্র ইসিএলের গাফিলতির কারণেই এই এলাকায় বারবার ধসের ঘটনার সামনে আসছে। বহুবার ইসিএল কর্তৃপক্ষকে এই ধসের সমস্যার চিরস্থায়ী নিবারণের জন্য এলাকায় ছাই ও বালি প্যাকিংয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে উদাসীন।' এছাড়াও তিনি বলেন, 'এই এলাকায় যে সকল ইসিএল কর্মী বসবাস করছেন, কর্তৃপক্ষ তাঁদের জন্য উন্নত বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে কিন্তু যে সকল গরীব মানুষ ৩০-৪০ বছর ধরে এলাকায় বাস করছেন এবং চাষবাস করে জীবিকা অর্জন করছেন, তাদের ব্যবস্থা কি হবে?' যদিও এই প্রশ্নের উত্তর কোনও ইসিএল আধিকারিক-এর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এখন দেখার এটাই এরপর ইসিএল আধিকারিকরা এই ধসের সমস্যা সমাধানের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নাকি কোনও বড়সড় বিপদ আগামী দিনে অপেক্ষা করছে স্থানীয় মানুষের কাছে?

জেকেরের মজলিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সম্প্রতি হাওড়া নলদার শেখ পাড়ায় ধর্মীয় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক জেকেরের এই মাহফিল পাঁচ বছরে পড়ল। সভা পরিচালনা করেন ফুরফুরা শরীফের পীর জনাব হোসেন সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন হাফেজ শাহজামাল-সহ অনেকেই। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন থেকে সামান্য কিছুক্ষণ মহান আল্লাহমুখী হয়ে তাঁর গুণগানে মনোনিবেশ নিবেদন করাই এই মজলিশের মূল উদ্দেশ্য। পৃথিবীর নানান অশান্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে মাঝে মাঝেই এই সভার আয়োজন করে থাকে গ্রামের যুবকবৃন্দ। দোয়া করা হয় সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির কল্যাণের জন্য। দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হয়।

বসিরহাটে শুরু চতুর্থ বর্ষ সম্প্রীতি মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: শুরু হল চতুর্থ বর্ষ সম্প্রীতি মেলা ২০২৫। বসিরহাটের সাংসদ প্রয়াত হাজি নুরুল ইসলামের এবং অঞ্চল সভাপতি ভুষণ চন্দ্র দাসের স্মরণে এই বিশেষ সম্প্রীতির মেলা শুরু হল বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়াতে। বাংলাদেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, তার মাঝেই সীমান্ত এলাকার অদূরেই সম্প্রীতির বার্তা দিতে এই সম্প্রীতি মেলা বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। হাড়োয়া বিধানসভার গোপালপুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে সম্প্রীতি মেলার শুভ সূচনা হয়। ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। মেলার মূল পৃষ্ঠপোষক তথা হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত পরিবহণ কর্মধ্যক্ষ এবং এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী শফিক আহমেদ মাদার। এই সম্প্রীতি মেলার শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়া বিধানসভার বিধায়ক শেখ রবিউল ইসলাম, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত পরিবহন কর্মধ্যক্ষ শফিক আহমেদ, হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেখা মাহালি-সহ বিশিষ্টজনেরা।

জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কনকনে শীত উপেক্ষা করেই ২৮ ডিসেম্বর দিনের পড়ন্ত বিকেলে শুরু হল পুরুলিয়ার বিখ্যাত 'হীরক রাজার দেশ' জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব। আনুষ্ঠানিকভাবে রবিবার বিকেলে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত 'সত্যজিৎ রায় মঞ্চে' এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথপুরের এসডিপিও রোহেদ শেখ-সহ জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের সভাপতি রাজীব লোচন সরেন, সম্পাদক তথা রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউড়ি-সহ অন্যান্যরা। ২৮ ডিসেম্বর থেকে পাঁচ দিন ধরে এই উৎসব চলবে। এবার এই উৎসব ২০তম বর্ষে পদার্পণ করল।

৫ জানুয়ারি রাজ্যজুড়ে অবরোধের ডাক মমতাবালাপন্থী মতুয়া সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: এসআইআর-এ মতুয়াদের ভোট যাতে বাদ না যায় তার দাবিতে আগামী ৫ জানুয়ারি রাজ্য জুড়ে অবরোধ কর্মসূচির ডাক দিলেন মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ। ঠাকুরবাড়িতে মতুয়া গোসাইদের মারধরের প্রতিবাদে এবং এসআইআর-এ মতুয়াদের ভোট যাতে বাদ না যায় সেই দাবি নিয়ে রাজ্যজুড়ে ২০২৬ সালের ৫ জানুয়ারি দুপুর ১২ টার সময় রাজ্যজুড়ে জেলায় জেলায় অবরোধ কর্মসূচির ডাক দিলেন মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ। রবিবার ঠাকুরনগর ঠাকুর বাড়িতে বৈঠক করে মমতা ঠাকুরের সংগঠন। বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করে অবরোধ কর্মসূচির কথা জানান মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী। ঠাকুর বাড়িতে দু-পক্ষের মারামারির ঘটনায় ইতিমধ্যেই শান্তনু পন্থী এক মতুয়া ভক্তকে গ্রেপ্তার করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ গাইঘাটা থানার সামনে মমতা বালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে প্রতীকী অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। শুধুমাত্র একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখনও বাকি অভিযুক্তদের কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি গ্রেপ্তার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন এমনটাও হুঁশিয়ার দিতে শোনা যায় সুকেশ চৌধুরীকে। তবে অন্যদিকে, মমতাবালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের অবরোধ কর্মসূচিকে আমল দিতে চাননি শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ। শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দ্রনাথ গাইন বলেন, 'ওদের সঙ্গে মতুয়ারা নেই সেই কারণে এই সব করছে।'

৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া চাকদোলা মোড় এলাকাটি একটি সংকীর্ণ জনবহুল এলাকার একদিকে জামুড়িয়া যাওয়ার রাস্তা, অন্যদিকে রানিগঞ্জ যাওয়ার রাস্তা ভাগ হয়েছে। বারবার এই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটার খবর সামনে এসেছে। এবার দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবোঝাই বাস, সৌভাগ্যবশত কোনও হতাহত নেই। স্থানীয়দের একাংশ অভিযোগ, চাকদোলা থেকে রানিগঞ্জ যাওয়ার মুখে আইটিআই কলেজের সামনেই ট্রাফিকের ওভারলোডেড লরি থেকে টাকা তোলার ঘটনা প্রথম নয়, তাই যেকোনও সময়ই হঠাৎ করে লরি দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রাফিক সিভিকের হাতের ইশারায়। এদিনের দুর্ঘটনা এই জন্যই হয়েছে কিনা তার কোনও সঠিক উত্তর নেই। ভর দুপুরে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের চাকদোলা মোড়ে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলো বহু যাত্রী। জানা যায়, রবিবার দুপুর আনুমানিক ১টা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বর থেকে বহু সংখ্যক যাত্রী নিয়ে একটি মিনিবাস যাচ্ছিল রানিগঞ্জ অভিমুখে। সূত্রের খবর, সেই সময় বাসটির আগে আগে ধীর গতিতে একই অভিমুখে একটি মালবাহী ডাম্পারও যাচ্ছিল, হঠাৎই চাকদোলা মোড় সংলগ্ন আইটিআই কলেজের কাছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বাসটির সামনে থাকা ডাম্পারটি সজরে ব্রেক কষে। জাতীয় সড়কে হঠাৎই ডাম্পার গাড়িটি থেমে যাওয়াই মিনিবাসের চালক বিষয়টি বুঝতে না পেরে ডাম্পারের পিছনে সজরে ধাক্কা মারে। যার ফলস্বরূপ মিনিবাসের সামনের অংশটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অল্পবিস্তর চোট পান বাসের চালক। বাসটির খালাসি জানান, বাসভর্তি যাত্রী ছিল, সৌভাগ্যবশত কোনও যাত্রী আহত হয়নি। বাস চালকের পায়ে সামান্য চোট লেগেছে এবং মিনি বাসটির সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, মিনিবাসের চালক জানান, 'আমি চাকদোলা মোড়ে যাত্রী চাপানোর পর রানিগঞ্জ অভিমুখে যাচ্ছিলাম, আমার সামনে একটি ডাম্পার গাড়ি যাচ্ছিল। হঠাৎই জাতীয় সড়কের চাকদোলা মোড় আইটিআই কলেজের কাছে তার সামনে চলা একটা ডাম্পার হঠাৎ সজরে ব্রেক কষাই আমি বিষয়টি বুঝতে পারিনি এবং ডাম্পারটির পেছনে সজরে ধাক্কা মারি। যদিও ঘটনার পর ডাম্পারটি পলাতক।' ঘটনার খবরে ছুটে আসে জামুড়িয়া থানার পুলিশ এবং জামুড়িয়া ট্রাফিক বিভাগ। বাস থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করে অন্য বাসে করে গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তবে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বারবার সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাফিক বিভাগের কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়দের একাংশ।

বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারের মন্তব্যের জের। তাঁর বিরুদ্ধে বসিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করল প্রদেশ কংগ্রেস। দাবি উঠল বিধানসভার পদ খারিজের। সম্প্রতি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেককে আঘাত করে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার। এবার তাঁর বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য আইচ, প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি অমিত মজুমদার, কংগ্রেস নেতা সালাউদ্দিন ঘরামী-সহ কংগ্রেসের নেতা কর্মী, সমর্থকরা বসিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পাশাপাশি তাঁরা দাবি তোলেন, 'অবিলম্বে অসীম সরকারের বিধানসভার বিধায়ক পদ খারিজ করতে হবে। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হবে। যেভাবে একটি সম্প্রদায়ের ভাবাবেগকে আঘাত করেছে এটা ভারতবর্ষ তথা রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে এবং উস্কানিমূলক মন্তব্যে জেরে সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে। অবিলম্বে তার ক্ষমা চাইতে হবে। রাজ্য প্রশাসন যাতে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয় তার জন্য আজ আমরা অভিযোগ করলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি গ্রেপ্তার না হবে ততক্ষণ রাজ্যের বিভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে প্রদেশ কংগ্রেস।'

প্রযুক্তির উন্নয়নে বাকরুদ্ধ ফেরিওয়ালারা, মুখের বদলে মাইক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: 'আসুন আসুন আসুন, বৌদি আসুন, দিদিভাই আসুন, মাসিমা আপনিও আসুন, আপনার মনের মত সুন্দর জিনিসটি নিয়ে যান আমাদের প্রচার গাড়ি থেকে'- প্রথম সারাংশটি পড়ে আপনি নিশ্চয়ই ভাববেন যে খবরের পাতায় কেন এই ধরনের তথ্য। কিন্তু এই সামান্য কয়েকটা বাক্য উচ্চারণ করেই গ্রামের অলিগলি থেকে শহরের রাজপথ ধরে সাংসারিক নানান সামগ্রীর ঝুলি কাঁধে নিয়ে, কখনও আবার দু-চাকার ওই সাইকেল কিংবা ব্যবসা করে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করে কেনা ওই মোটর সাইকেলে প্লাস্টিক এবং স্টিলের নানান সামগ্রী সাজিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। একটা সময় ছিল যখন সকাল হলেই গ্রামের অলিতে গলিতে এমনকি শহরাঞ্চলের বুকেও একদল ফেরিওয়ালা ঘর সাজানোর বিভিন্ন সামগ্রী সাইকেলে কিংবা কাঁধে চাপিয়ে ফেরি করে বেড়াতো। সাধারণ মানুষকে আকর্ষণের জন্য তাদের কণ্ঠ থেকে উঠে আসতো টিন ভাঙা, লোহা ভাঙা প্লাস্টিক ভাঙার বদলে নিয়ে যান সুন্দর সুন্দর সামগ্রী। কখনও বা তারা বলে উঠতো 'মাসিমা আসুন, দিদিমা আসুন, বৌদিভাই আসুন এবং আমাদের প্রচার গাড়ি থেকে স্বল্পমূল্যে আপনি নিয়ে যান মনের মত সামগ্রী।' তাদের এই কথা শুনেই শত কাজ ছেড়ে ছুটে আসত বাড়ির গৃহিণী থেকে থেকে শুরু করে মেয়েরা। বাড়ি থেকে বের হতে সামান্য দেরি হলেই এক দুয়ার থেকে অন্য দুয়ারে পৌঁছে যেত ফেরিওয়ালারা। তখন বাড়ির গৃহিনী চিৎকার করে ডাকতো, 'ও বাসনওয়ালা এদিকে একবার আসবে তো?' হ্যাঁ এভাবেই শুরু হতো গ্রামাঞ্চলের সকাল, কিন্তু দিন দিন সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে হয়েছে প্রযুক্তির উন্নয়ন তাই অন্যান্য সকলের মতো সেইসব ফেরিওয়ালারাও নিজেদের বদলে ফেলেছে। আবার অনেকে নতুন প্রজন্মের ছেলে হওয়ায় নিজেকে বদলেছে লোকলজ্জার ভয়ে। তাই সকাল হলে গ্রাম হোক কিংবা শহর কোথাও ফেরিওয়ালাদের মুখে শুনতে পাওয়া যায় না এই বাক্যগুলি। কিন্তু এখন ফেরিওয়ালাদের গাড়ি হোক কিংবা সাইকেলে লাগানো ছোট্ট একটি ব্লুটুথ মেশিনে রেকর্ড করা ভয়েস বেজে ওঠে গ্রামাঞ্চল এবং শহরের অলিতে গলিতে। এ বিষয়ে ব্যবসায়ীরা জানান, 'দিন বদলেছে, বদলেছে সভ্যতা। তাই আমরা নিজেদের কিছুটা বদলে ফেলেছি। অনেকের কথাই আমরা নতুন প্রজন্মের ছেলে একটা সময় আমাদের বাবারা এভাবেই চিৎকার করে গ্রামে গঞ্জে হাঁটতো এবং জিনিসপত্র বিক্রি করতো। বাবার সেই পথেই আমিও হেঁটেছি কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে চিৎকার করে গ্রামগঞ্জ এবং শহরতলীর লোকদের ডাকতে পারি না। তাই গাড়ি বা সাইকেলের একপাশে ছোট্ট একটা ব্যাটারি বেঁধে ব্যবসার কাজে ছোট ছোট মাইক ব্যবহার করি। প্রযুক্তির দৌলতে আমরাও বদলে গেছি।' তাহলে আগামী দিনে প্রযুক্তির উন্নয়নে কী চাপা পড়ে যাবে মানুষের কণ্ঠস্বরও? সেটা হয়তো সময়ের অপেক্ষা।

রাম মন্দির দর্শনে অযোধ্যায় অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নাইডু

অযোধ্যা, ২৮ ডিসেম্বর: রবিবার অযোধ্যা পৌঁছেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুউ শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে ভগবান রাম লালার পূজার্চনার জন্য তিনি এদিন অযোধ্যা আসেন। মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কৃষিমন্ত্রী সূর্য প্রতাপ শাহী এবং জেলাশাসক তাঁকে স্বাগত জানান। সেখান থেকে তিনি রাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে প্রায় তিন ঘন্টা থাকার কথাউ তিনি মন্দির পরিদর্শন করে মন্দিরের নির্মাণশৈলী পর্যবেক্ষণ করবেন বলে জানা গেছে। রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। এদিনই তাঁর অন্ধ্রপ্রদেশে ফিরে যাওয়ার কথা।

আইএনএস ভাগশিরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

কারওয়ার, ২৮ ডিসেম্বর: রবিবার ভারতীয় নৌবাহিনীর ফ্রন্টলাইন সাবমেরিন আইএনএস ভাগশিরে একটি যাত্রায় অংশ নিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি যিনি সাবমেরিনে যাত্রা করলেন। এর আগে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এপিজে আবদুল কালাম প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাবমেরিনে যাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

এদিন কর্নাটকের কারওয়ার নৌঘাঁটি থেকে কালভারি বিভাগের সাবমেরিনে যাত্রার সময়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সফরসঙ্গী ছিলেন নৌসেনার প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী।

শ্রীনগরের সাংসদ আগা রুহুল্লাহ মেহদি গৃহবন্দি

শ্রীনগর, ২৮ ডিসেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরে সংরক্ষণ নীতি পরিবর্তনের দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার আগে গৃহবন্দি করা হল ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাংসদ আগা রুহুল্লাহ মেহদিকে। রবিবার তাঁর বদগামের বাসভবনের সামনে পুলিশ মোতায়েন করে ফটক আটকে দেওয়া হয়। শ্রীনগরের সাংসদ রুহুল্লাহ নিজেই তাঁর গৃহবন্দি হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল কনফারেন্সের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। দল এই বিক্ষোভকে 'ভ্রান্ত' বলে অভিহিত করলেও সাংসদ রুহুল্লাহ সরাসরি এর সমর্থনে নেমেছেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, জম্মু ও কাশ্মীর মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই একটি নতুন সংরক্ষণ নীতি অনুমোদন করেছে। কিন্তু সেটি গত এক মাস ধরে উপরাজ্যপালের দফতরে পড়ে আছে।

গুয়াতেমালায় যাত্রিবাহী বাস খাদে পড়ে মৃত ১৫

গুয়াতেমালা সিটি, ২৮ ডিসেম্বর: গুয়াতেমালার পশ্চিমাঞ্চলে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৯ জন। শনিবার (ভারতীয় সময় অনুসারে রবিবার) একটি যাত্রিবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়।

স্থানীয় দমকল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ১১ জন পুরুষ, তিন জন মহিলা ও এক নাবালক। দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, ঘন কুয়াশা ও কম দৃশ্যমানতা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হতে পারে। প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শিমুলতলা স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত মালবাহী ট্রেন

পাটনা, ২৮ ডিসেম্বর: স্টেশনে ঢোকার মুখে লাইনচ্যুত হয়ে পড়ল সিমেন্ট বোঝাই মালগাড়ির একাধিক কামরা। শনিবার গভীর রাতে হাওড়া-পাটনা-দিল্লি মেইন লাইনে শিমুলতলা স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। অল্পের জন্য রক্ষা পান চালক এবং গার্ড। দুর্ঘটনার কারণ এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালগাড়িটি আসানসোল থেকে বিহারের সীতামরহি যাচ্ছিল। শিমুলতলা স্টেশনে ঢোকার আগে বাড়ুয়া নদীর সেতুর উপরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিকট শধ করে লাইনচ্যুত হয় ১৯টি বগি। অনেকগুলি বগি সেতুর নীচে গিয়ে পড়ে। ইঞ্জিনটি প্রায় ৪০০ মিটার এগিয়ে তেলওয়া বাজার হল্টের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মালগাড়িতে সিমেন্ট বোঝাই ছিল। দুর্ঘটনার পরেই চারদিক সিমেন্টের গুঁড়োয় ঢেকে যায়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় রেল পুলিশেও। জানা গিয়েছে, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন চালক এবং গার্ড। তবে কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও জানা যায়নি।

প্যারাগ্লাইডিং দুর্ঘটনায় মৃত্যু অভিজ্ঞ পাইলটের

ধর্মশালা, ২৮ ডিসেম্বর হিমাচল প্রদেশে প্যারাগ্লাইডিং করার সময়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক অভিজ্ঞ পাইলটের। মৃত পাইলটের নাম মোহন সিং। তাঁর সঙ্গে একজন পর্যটকও ছিলেন। টেক-অফের কিছুক্ষণ পরেই প্যারাগ্লাইডারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ের নিচে রাস্তায় আছড়ে পড়ে। বর্তমানে পর্যটক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোহন সিং মান্ডি জেলার বারোটের বাসিন্দা ছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যারাতে হিমাচল প্রদেশের কাংড়া

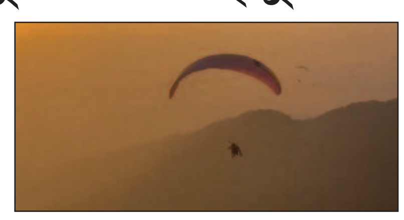

জেলায় বীর বিলিং-এ প্যারাগ্লাইডিং করার সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে শনিবারউ বীর বিলিং প্যারাগ্লাইডিং অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা জানিয়েছেন, টেক অফের কিছুক্ষণ পরে মাঝ-আকাশেই প্যারাগ্লাইডারটিতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। সেই সময়ে পাইলট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এর পরে প্যারাগ্লাইডারটি পাইলট ও একজন যাত্রীকে নিয়ে সোজা পাহাড়ের নিচের রাস্তায় গিয়ে আছড়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় পাইলট মোহন সিং গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যেই পুলিশ মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দেশজুড়ে পালিত প্রয়াত রতন টাটার জন্মদিন, বিশিষ্টদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: প্রখ্যাত শিল্পপতি ও পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত প্রয়াত রতন টাটার জন্মদিন উপলক্ষে রবিবার দেশজুড়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর নৈতিক নেতৃত্ব, শিল্পোন্নয়ন এবং দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করেন। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমাজ মাধ্যমে এক পোস্টে বলেন, রতন টাটা প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃত সাফল্য কেবল ব্যবসায়িক সাফল্যের মধ্যেই নয়, বরং দেশের সেবা করার মধ্যেও নিহিত। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল তাঁকে দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেন। আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, শিল্পক্ষেত্রে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠায় রতন টাটার ভূমিকা অনন্য। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে তিনি দেশের ভবিষ্যৎকে মজবুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন রাজ্যের জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও রতন টাটার জীবন ও কর্মকে স্মরণ করে বলেন, ভারতীয় শিল্পকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

খুব খারাপ রাজধানীর বাতাসের গুণগত মান

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: ৪০০-র গণ্ডি পেরোলো দিল্লির বিভিন্ন এলাকার বায়ুর গুণগত মানের সূচক। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকালে আনন্দ বিহারের বায়ু মান সূচক ছিল ৪৪৫, নেহরুনগরে ৪৩৩, শাদিপুরে ৪৪৫। সার্বিক ভাবে দিল্লির বায়ু মান সূচক ৩৯১, যা খুব খারাপ পর্যায়ে পড়ে। ধোঁয়াশার দাপটে এ দিন সকালে দৃশ্যমানতা ছিল না বললেই চলে।

উল্লেখ্য, বাতাসের গুণগত মান

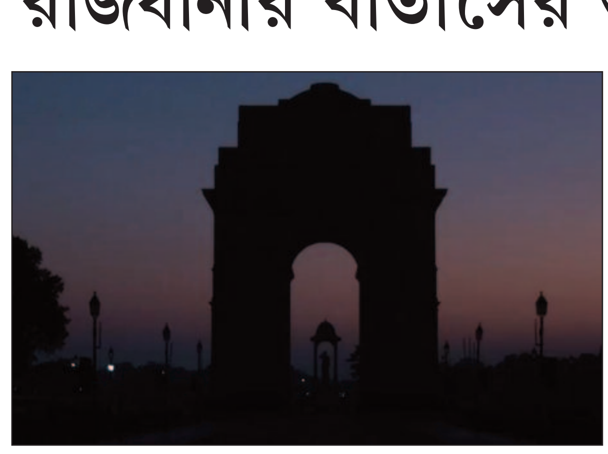

বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) এর সূচক ০-৫০ এর মধ্যে থাকলে ভালো, ৫১-১০০ একিউআইকে সন্তোষজনক হিসেবে গণ্য করা হয়, ১০১-২০০ একিউআই-কে 'মাঝারি' গুণমান হিসেবে ধার্য করা হয়, ২০১-৩০০ একিউআইকে 'খারাপ' বলা হয়ে থাকে, ৩০১-৪০০ একিউআই-কে খুব খারাপ পর্যায়ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ৪০১-৫০০ কে 'গুরুতর' বলে বিবেচনা করা হয়।

ময়দান

কোচ গম্ভীরের ওপর কি আস্থা হারাচ্ছে বিসিসিআই? কী বললেন বোর্ড সচিব?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কি গৌতম গম্ভীরের ওপর আস্থা হারিয়েছে? সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ও মন্তব্যে বোর্ডের অন্দরে প্রশ্ন থাকলেও, আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও সেই আস্থায় কোনও চিড় ধরেনি। সাদা বলের ক্রিকেটে সাফল্য এনে দিলেও টেস্ট দলের কোচ হিসেবে গম্ভীরের ফলাফল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ ড্র করলেও, ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে পরাজয় এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউটিসি) ফাইনালের দৌড়ে পিছিয়ে পড়া ভারতীয় সমর্থক ও বিশেষজ্ঞদের সমালোচনার আগুনে ঘি ঢেলেছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের এক বড় অংশ তাঁকে লাল বলের কোচের পদ থেকে সরানোর দাবি তুলেছেন। বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশও তাঁর কৌশল, দল নির্বাচন ও টেস্ট-মানসিকতার প্রয়োগ নিয়ে অসন্তুষ্ট। এই আবহে গম্ভীরের বিকল্প খোঁজা শুরু হয়েছে কি না, তা নিয়ে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকীয়া স্পষ্ট ভাবে সব জল্পনা নস্যাৎ করেছেন।

তিনি জানিয়েছেন, চুক্তি অনুযায়ী ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত গম্ভীর তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। এখনই তাঁকে টেস্ট কোচের পদ থেকে সরানোর কোনও পরিকল্পনা নেই। শইকীয়ার ব্যাখ্যা, বিসিসিআই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও কাঠামো মেনে চলে, যেখানে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোচ পরিবর্তন

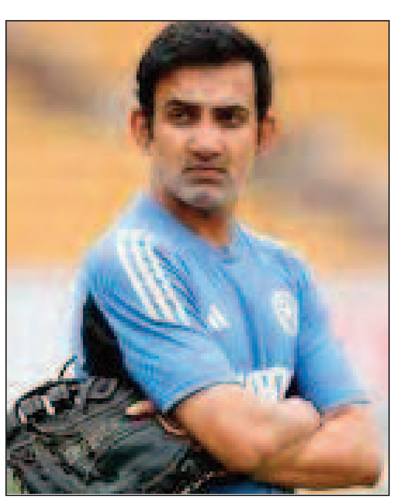

সাধারণত করা হয় না। রবি শাস্ত্রী ও রাহুল দ্রাবিড়ের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল এবং গম্ভীরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে বোর্ডের অন্দরের ছবি পুরোপুরি একরঙা নয়। এক বোর্ড কর্তার মন্তব্যে ইঙ্গিত মিলেছে, 'ক্ষমতাশালী মহল' এখনও গম্ভীরের ওপর ভরসা রাখলেও, 'টেস্ট কোচ' হিসেবে তিনি দীর্ঘমেয়াদে থাকবেন কি না, তা মূল্যায়নের সময় এখনও আসেনি।

ওই কর্তার বক্তব্য, যদি ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সাফল্য পায় (জয় বা ফাইনাল), তবে গম্ভীরের পূর্ণ চুক্তিকাল থাকা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু টেস্ট কোচিংয়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে পরবর্তী ফলাফল ও বোর্ডের অভ্যন্তরীণ সমঝোতার উপর। বর্তমানে বিকল্পের অভাবও গম্ভীরের পক্ষে বড় ঢাল। এনসিএ প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ এই মুহূর্তে পূর্ণকালীন কোচ হওয়ার দৌড়ে নেই। শোনা গিয়েছিল, এনসিএতে ব্যস্ততার কারণে তিনি জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে রাজি নন। আরও একটি বড় খবর, ভারতের টেস্ট দলকে কোচিং করাতে লক্ষ্মণের আগ্রহ নেই। লক্ষ্মণের সঙ্গে বোর্ডের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও, তিনি লাল বলের দায়িত্ব নিতে চান না, যা বোর্ডের জন্য বড় ধাক্কা।

অন্যদিকে, ভারতের টেস্ট কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েও লক্ষ্মণ তা গ্রহণে অনিচ্ছুক। একই সঙ্গে, এনসিএতে থাকা গৌতম গম্ভীরের সমসাময়িক কোনও হাই-প্রোফাইল কোচিং বিকল্প এখন বিসিসিআইয়ের হাতে নেই। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম ছিল এনসিএ কোচ ও প্রাক্তন তারকা ভিভিএস লক্ষ্মণ। কিন্তু সূত্র বলছে, ভারতের টেস্ট দলের কোচিং করাতে তিনি আগ্রহী নন। এর পাশাপাশি, রঞ্জি ও ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোযোগী হলেও, ভারতের লাল বলের দায়িত্ব নিতে তাঁর অনিচ্ছা প্রকাশ্য। এমনকি, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে পরাজয়ের পর গম্ভীরের সমালোচনা আরও জোরালো হলেও, এনসিএ প্রধান হিসেবে লক্ষ্মণ বোর্ডের টেস্ট-পরিকল্পনায় সাময়িক বা স্থায়ী বিকল্প হিসেবে থাকছেন না। একই সঙ্গে আরেক সম্ভাব্য বিকল্প এনসিএর অভিজ্ঞ কোচ লক্ষ্মণও এই মুহূর্তে টেস্ট দায়িত্বে আগ্রহী নন, যা গম্ভীরের জায়গা শক্ত করে রাখছে।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার হল অব ফেমে জায়গা পেসার ব্রেট লির

সিডনি, ২৮ ডিসেম্বর: ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার হল অব ফেমে জায়গা পেলেন ব্রেট লি। এই পেসার জনপ্রিয় ছিলেন তার গতির জন্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি সর্বোচ্চ ১৬১.১ কিলোমিটার গতিতে বল করতেন।

ব্রেট লি অস্ট্রেলিয়ার হল অব ফেমে জায়গা পেয়েছেন ৬৫তম ক্রিকেটার হিসেবে। ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে হল অব ফেমের রীতি। লির আগে স্থান করে নিয়েছেন মাইকেল ক্লার্ক, ডন ব্রাডম্যান, ডেনিস লিলি, স্টিভ ওয়াহ, শেন ওয়ার্ন, গ্লেন ম্যাকগ্রা, মার্ক ওয়াহ, ম্যাথু হেইডেন ও রিকি পন্টিংয়ের মতো ক্রিকেটাররা।

প্রথম ম্যাচ হারের পরও আত্মবিশ্বাসী মহারাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি ক্যাপিটালসে তিনি কখনও মেন্টর, কখনও ডিরেক্টর অব ক্রিকেট, কিন্তু হেড কোচের ভূমিকায় এই প্রথমবার। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবার দক্ষিণ আফ্রিকার জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ। নিলামে তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন, শুধু পরিকল্পনা নয়, আগামী তিন বছরের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও শক্তিশালী দল গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। দায়িত্ব নেওয়ার পর গত সপ্তাহেই তিনি উড়ে যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। কোচ হিসেবে অভিষেকের অনুভূতি কেমন? সেঞ্চুরিয়নে বসে শনিবার রাতে হোয়াটসঅ্যাপ কলে সৌরভ উচ্ছ্বসিত গলায় বলেন, 'দুর্দান্ত অনুভূতি। ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার সময় যেমন উত্তেজনা ছিল, কোচিং শুরু করার সময়ও অনুভূতিটা অনেকটা সেরকম।'

সৌরভ আরও জানান, এর

আগে দিল্লি ও প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসে তাঁর ভূমিকা আলাদা ছিল, তখন হেড কোচ ছিলেন রিকি পন্টিং। কিন্তু এবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন,টিমের প্রস্তুতি, স্ট্র্যাটেজি, মানসিক দৃঢ়তা তৈরি, ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস জাগানো,সবকিছুই এখন তাঁর কাঁধে। তাঁর কথায়, 'ক্রিকেটার আর কোচ, দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা কাজ। ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে পারফর্ম করতে হত। আর কোচের কাজ মাঠের বাইরে। তবে ম্যাচ জেতাবে তো ক্রিকেটাররাই।'

যদিও কোচ হিসেবে তাঁর প্রথম ম্যাচ সুখকর হয়নি। জো'বার্গ সুপার কিংসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই হেরে যায় প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। কিন্তু সৌরভ হতাশ নন, বরং টিম নিয়ে প্রবল আশাবাদী। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল প্রথম দুই ম্যাচে নেই, কারণ তিনি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি লিগে ব্যস্ত। পরের ম্যাচেও তাঁকে পাবেন না সৌরভ। কিন্তু তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'রাসেল দু'টো ম্যাচ পর চলে আসবে। তখন টিমের শক্তি আরও বেড়ে যাবে।'

সৌরভের কোচিং দর্শনের মূল সুর, বিশ্বাস, ইতিবাচকতা ও দলগত ঐক্য। অনুশীলনে তিনি ক্রিকেটারদের বারবার বলেছেন, নিজেদের ওপর আস্থা রাখতে এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও পজিটিভ থাকতে। তাঁর মতে, টি-টোয়েন্টি লিগ দীর্ঘ টুর্নামেন্ট, তাই দু'-একটি ম্যাচ খারাপ যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেটিকে মাথায় নিয়ে বসে থাকলে চলবে না;বরং ভুলগুলো শুধরে পরের ম্যাচে ঝাঁপিয়ে পড়াই আসল মানসিকতা।

ব্যাঁটরা ক্রিকেট ক্লাবের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ উদ্যোগ, উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের চিফ পেট্রন অভিষেক ডালমিয়া ও তাঁর স্ত্রী শালিনী ডালমিয়া

এলাকার প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন তাঁরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাঁটরা ক্রিকেট ক্লাবের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে এদিন হাওড়ায় নিজেদের ক্লাবে এক কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সিএবির সভাপতি তথা ব্যাঁটরা ক্লাবের চিফ পেট্রন অভিষেক ডালমিয়া, তাঁর স্ত্রী শালিনী ডালমিয়া, বেলুড় মঠের আত্মভূতানন্দ মহারাজ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। উপস্থিত ছিলেন ব্যাঁটরা ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্পাদক বিশ্বনাথ সামন্ত, সভাপতি যজ্ঞেশ্বর সামন্ত, বর্ষীয়ান সদস্য সুকুমার সামন্ত সহ অন্যান্য সদস্যরা। ৭৫ তম বর্ষ উপলক্ষ্যে সারাবছর ধরে আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। এদিন কেক কেটে ক্লাবের জন্মদিন উদযাপন করা হয়। পাশাপাশি দুঃস্থ মানুষদের হাতে কম্বল তুলে দেন অভিষেক ডালমিয়া সহ অন্যান্য অতিথিরা। উল্লেখ্য এই কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ক্লাবের চিফ পেট্রন অভিষেক ডালমিয়া।

ব্যাঁটরা ক্রিকেট ক্লাবের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ উদ্যোগ, এলাকার প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন তারা। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের চিফ পেট্রন অভিষেক ডালমিয়া তাঁর স্ত্রী ক্রীড়া প্রসাশক শালিনী ডালমিয়া , ক্লাবের কর্ণধার বিশ্বনাথ সামন্ত সহ অনান্য সদস্যরা।

আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সে ২২ বছরের অপেক্ষার পর বেনিন পেল 'প্রথম' জয়

মরক্কো, ২৮ ডিসেম্বর: মরক্কোয় আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সের চলতি আসরে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শনিবার বতসোয়ানাকে ১-০ গোলে হারায় বেনিন। ২৮ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন ইয়োহান রশ।

সেই ২০০৪ সালে আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সে অভিষেক হয়েছিল বেনিনের। তিনবার মহাদেশীয় এই আসরে অংশ নিয়ে একবার কোয়ার্টার-ফাইনালেও খেলে তারা। কিন্তু এতদিন প্রতিযোগিতাটিতে মূল ম্যাচে কোনও জয় ছিল না বেনিনের। অবশেষে ঘুচল তাদের দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময়ের অপেক্ষা।

সব মিলিয়ে পাঁচ ড্র ও ১০ হারের পর, ১৬তম ম্যাচে এসে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল বেনিন। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর বিপক্ষে হেরে আসর শুরু করা বেনিন দুই ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে 'ডি' গ্রুপে তিন নম্বরে আছে।

ইন্দোনেশিয়ায় নৌকো দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়ার কোচের মৃত্যু

জাকার্তা, ২৮ ডিসেম্বর: স্প্যানিশ ফুটবল ক্লাবগুলি জানিয়েছে, ইন্দোনেশিয়ায় নৌকাডুবির ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া সিএফ-এর কোচ ফার্নান্দো মার্টিন তার পরিবারের তিন সদস্যসহ মারা গেছেন। ভ্যালেন্সিয়া সিএফ জানিয়েছে, 'স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে, ইন্দোনেশিয়ায় এক মর্মান্তিক নৌকো দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া সিএফ ফেমেনিনো বি-র কোচ ফার্নান্দো মার্টিন এবং তাঁ র তিন সন্তানের মৃত্যুতে আমরা গভীর ভাবে শোকাহত। এই অত্যন্ত কঠিন সময়ে, ক্লাবটি তাঁর পরিবার, ভ্যালেন্সিয়া সিএফ, ভ্যালেন্সিয়া সিএফ ফেমেনিনো এবং ভিসিএফ একাডেমির বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করতে চায়।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

EKDIN, KOLKATA, 29 DECEMBER 2025 PAGE 8

আরোগ্য

লাগবে না সর্দি, হবে না কাশি

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ডায়েটে রাখুন এই ৫ খাবার

আবহাওয়া পরিবর্তনের এই সময়ে সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা, জ্বর বা পেশির ব্যথার মতো সমস্যা ঘরে ঘরে দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি তুলনামূলক কম হওয়ায় তাঁরাই সবথেকে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসকদের মতে, এই মরসুমে সুস্থ থাকতে সঠিক খাদ্যাভ্যাসই হল একমাত্র রক্ষাকবচ।

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পারদ নামতে শুরু করেছে, আর তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বায়ুদূষণ। এই পরিস্থিতি শরীরকে দ্রুত অসুস্থ করে তুলতে পারে। আবহাওয়া পরিবর্তনের এই সময়ে সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা, জ্বর বা পেশির ব্যথার মতো সমস্যা ঘরে ঘরে দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি তুলনামূলক কম হওয়ায় তাঁরাই সব থেকে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসকদের মতে, এই মরসুমে সুস্থ থাকতে সঠিক খাদ্যাভ্যাসই হল একমাত্র রক্ষাকবচ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন শীতে সংক্রমণের পাশাপাশি দূষণের কারণে শ্বাসকষ্টের সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। আমাদের হাতের কাছে থাকা ৫টি বিশেষ খাবার শীতের কড়া ঠান্ডাতেও আপনাকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে।

১. আমলকীর ম্যাজিক অনেকেই মনে করেন আমলকী ঠান্ডা, তাই খেলে কাশি হবে। কিন্তু বাস্তবে আমলকী ভিটামিন সি-এর খনি, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। শীতের সকালে আমলকীর রস, আচার বা চাটনি ডায়েটে রাখলে তা টনিকের মতো কাজ করবে।

২. তুলসীর গুণ তুলসী পাতা শরীরকে ভেতর থেকে গরম রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে হালকা গরম জলের সঙ্গে কয়েকটি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলে বা তুলসী পাতা দিয়ে চা বানিয়ে খেলে সর্দি-কাশি ও গলা ব্যথার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৩. হলুদ ও গোলমরিচ দুধ ঠাকুমা-দিদিমাদের আমল থেকেই রাতে শোওয়ার আগে হলুদ-দুধ খাওয়ার রেওয়াজ চলে আসছে। এক গ্লাস গরম দুধে কাঁচা হলুদ এবং এক চিমটি গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুঙ্গে থাকে। যারা দুধ খেতে পারেন না, তাঁরা জলে হলুদ ফুটিয়ে 'হলুদ চা' হিসেবেও এটি পান করতে পারেন।

৪. গিলোয় বা গুলঞ্চ আয়ুর্বেদে গুলঞ্চকে বলা হয় মহৌষধ। বিশেষ করে জ্বর সারাতে এবং ইমিউনিটি বাড়াতে এর জুড়ি মেলা ভার। গুলঞ্চ লতা জলে ফুটিয়ে সেটা খেলে শরীরে রোগজীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না।

৫. প্রতিদিন সকালে কাঠবাদাম শরীর গরম রাখতে এবং মস্তিষ্ক সচল রাখতে রোজ সকালে ৩-৪টি ভেজানো কাঠবাদাম খাওয়ার অভ্যাস করুন। এটি কেবল ইমিউনিটি বাড়ায় না, শীতকালীন শুষ্ক ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতেও সাহায্য করে।

কী কী এড়িয়ে চলবেন?

বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে সুস্থ থাকতে ক্যাফেইন জাতীয় পানীয় (বেশি চা-কফি), অতিরিক্ত চিনি এবং জঙ্ক ফুড থেকে দূরে থাকা জরুরি। এই খাবারগুলো শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়।

শীত কাটান স্বস্তিতে, চা ও তুলসীর অব্যর্থ টোটকায়, থাকুন চাঙ্গা

অধিকাংশ ভারতীয়রা বিশ্বাস করেন, সাধারণ সর্দি ও কাশি বা ফ্লুয়ের জন্য ঘরোয়া টোটকাই যথেষ্ট। তার জন্য যে সব উপাদানগুলির প্রয়োজন সেগুলি শুধু সহজলভ্য়তার কারণেই নয়, তাঁদের সম্পূর্ণ কার্যকারিতার কারণেও আস্থা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়ার খামখেয়ালির জেরে শিশু থেকে প্রবীণ, সকলকেই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। শীতের শুরুতেই অনেকের ঠান্ডা লাগার প্রবণতা দেখা যায়।

তাঁদের জন্য়ও ঘরোয়া টোটকা অব্য়র্থ উপায়। ফ্লু নিরাময়ের জন্য কালো চা ও তুলসী যে অব্যর্থ টোটকা।

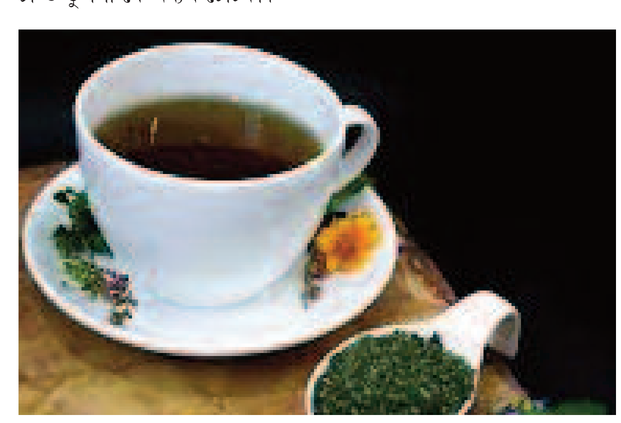

কীভাবে বানাবেন জেনে নিন

উপকরণ

মাঝারি মাপের আদার টুকরো, তুলসী ৯-১০টি পাতা, হলুদ এক চিমটে , কালো চা পাতা ১ চা চামচ, এক গ্লাস জল,

পদ্ধতি

একটি প্যানে এক গ্লাস জন নিয়ে তাতে কয়েকটি তুলসী পাতা ও আদা টুকরো দিয়ে ৫-৬ মিনিট ফুটিয়ে নিন। একটি গ্লাসে হলুদ ও কালো চা পাতা রাখনু। এবার তুলসী ও আদা দিয়ে ফোটানো জল ঢেলে কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে দিন। এবার ছেঁকে নিয়ে খেতে পারেন আবার গার্গল করতে পারেন। প্রসঙ্গত খালি পেটে গার্গল করলে উপকার পাবেন বেশি। তবে সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি করতে পারেন,তার ফলাফল ভাল হয়।

উপকারিতা

কালো চা পাতায় প্রচুর পরিমাণে ক্যাটেচিন এবং টিফুরাবিন থাকে। যার ফলে ফ্লুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। এছাড়া তুলসী হল ভেষজ উপাদানের রানী। এতে রয়েছে ভিটামিন এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক এবং আয়রন। হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, সর্দি, কনজেশন, কাশি, ফ্লু, সাইনোসাইটিস, গলা ব্যথার মতো উপশমগুলি এক নিমেষে সারিয়ে তুলতে পারে।

শীতে শুষ্ক চুলের সমস্যা থেকে পলকে মিলবে স্বস্তি

শুষ্ক চুলের সঙ্গে লড়াই করা শীতকালে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। চুলের শুষ্কতা ও নিস্তেজ ভাব দূর করতে এখন থেকেই চুলের সঠিক যত্ন নেওয়া শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ। শুষ্ক তুলের সঙ্গে মাথার ত্বকে চুলকানি, খুশকি ও অতিরিক্ত চুল পড়ার সমস্যাও দেখা যায় শীতকালে। ত্বকের যত্ন নিতে এই সময় ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা যেমন দরকার, তেমনি চুলের আর্দ্রতা বজায় রাখাও প্রয়োজন।

শীতের শুরুতেই চুলের যত্ন নেওয়ার জন্য যে যে উপায়গুলি করা একান্তই কাম্য, তা ঘরে বসেই করা সম্ভব। সহজ কিছু ঘরোয়া প্রতিকার রয়েছে, সেগুলি মেনে চললেই চুল নিয়ে ঝামেলা পোহাতে আর হবে না। স্নান করে চুল ধোওয়ার অন্তত একঘণ্টা আগে পুষ্টি জোগাতে ও শুষ্কতা দূর করার জন্য আর্গান তেল, অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল অল্প গরম করে চুলে ও মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন।

চুলে ময়েশ্চারাইজার আছে, এমন কন্ডিশনার প্রয়োগ করলে তা ভাল ফল পাবেন। অত্যাধিক চুলে রঙ করা বা ক্ষতিকারক রাসায়নিক-যুক্ত শ্যাম্পু এড়িয়ে চলুন।

শীতকালে গরম জলে স্নান করার পরিবর্তে হালকা গরম জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। ঠান্ডা জলে স্নান করলে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। ঠান্ডা জলের কিউটিকলকে বন্ধ করে দেয়। তাতে আর্দ্রতা হ্রাস পায়।

স্নানের পর চুলে ব্লো ড্রাই করা হিট স্টাইলিংয়ের মতই ক্ষতিকর। আর্দ্রতা ও কোমলতা ধরে রাখতে চুল স্বাভাবিক তাপমাত্রায় শুকিয়ে নিন।

শীতকালে ঠান্ডা লাগার ভয়ে অনেকেই স্নান করেন না। স্বাস্থ্যকর চুলের জন্য ও সিবাম অক্ষত রাখতে সপ্তাহে তিনবার চুল ধোওয়া প্রয়োজন।

শীতকালে চুলের শুষ্কতা দূর করতে ঘরোয়া টোটকা যেমন প্রয়োজন তেমনি

ডায়েটেও চাই স্বাস্থ্যকর খাবার। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ওমেগা-৩ এর মত প্রোটিন চুলকে সব দিক থেকে রক্ষা করে।

চুল ধোওয়ার ২০ মিনিট আগে দই ও কয়েক ফোঁটা অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল ব্যবহার করে ঘরে তৈরি হেয়ার মাস্ক লাগাতে পারেন। ভাল ফলাফলের জন্য সপ্তাহে এই মাস্ক একবার বা দুবার প্রয়োগ করতে পারেন।